প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ❖ ২২ - ২৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মহান স্বাধীনতা দিবস

কারিতাস রবিবার

বিশেষ সংখ্যা

দয়া ও ক্ষমাচিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন

ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২০
Lenten Campaign 2020

মমতাময়ী মায়ের স্মরনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আনা গমেজ প্রামাণিক
জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : কাশিনগর, প্রামাণিক বাড়ী
ধর্মপল্লী : গোল্লা

পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে, সকল মায়া-মমতা ছিন্ন করে, আমাদের সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আজ তুমি পরম পিতার স্বর্গধামে। আমরা তোমার শূন্যতা ও ভালবাসা সদা গভীরভাবে অনুভব করি। তোমার সব কিছুই আজ আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান, চির জাগ্রত। পরম পিতার সান্নিধ্যে থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন তোমাদের আদর্শ আমাদের আগামী দিনের পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন। আমেন ॥

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ডমিনিক মানুয়েল গমেজ
জন্ম : ৫ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : কাশিনগর, প্রামাণিক বাড়ী
ধর্মপল্লী : গোল্লা

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

তুমি চিরতরে দূরে চলে গেছ
ভুলিতে পারবোনা কোনদিন তোমাকে।

দেখতে দেখতে চলে এল ২৬ মার্চ। আমাদের কাছে সর্বদা স্মরণীয় এই দিনটি। দিন, মাস পেরিয়ে বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তোমার বিদায়ের দিন। প্রতিদিন, প্রতিটা সময়ই তোমাকে স্মরণ করে চলেছি, ভুলতে পারি না তোমাকে। বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যে পরম শান্তিতে আছো।

অনন্তলোকের মহাকাশে উজ্জ্বল তারকা হয়ে আমাদের সদা আলো, শক্তি, সাহস ও আশীর্বাদ করবে। যেন আমরা তোমার আদর্শ ও সৎ জীবন যাপন অনুস্মরণ করে স্বর্গধামে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে যেন অনন্ত শান্তি দান করেন। আমাদেরও যেন আশীর্বাদ প্রদান করেন। আমেন।

তোমারই স্নেহধন্যা –
স্ত্রী : মেরী সন্ধ্যা গমেজ
ও
পরিবারবর্গ
"মাতৃছায়া"
২৯৪/৩, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা

বিজ্ঞ/৬৪/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১১
■■■■■ ২২- ২৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ০৮ -১৪ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্যাগ ও সেবার অনুশীলনে, মোকাবেলা হবে মহামারী রূপ করোনাভাইরাস সংকট

ঐতিহ্যগতভাবে তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। কোন ধর্মই মানুষকে ঘৃণা করতে বলে না; কোন ধর্মই হানাহানির পক্ষে নয়। তথাপিও স্বার্থপরতা, হানাহানি ও একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা কমছে। একই আচরণ আমরা প্রকৃতির সাথেও করছি। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ বিবেক জাগ্রত করতে হবে এবং সেবার গুণগত মান বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে। কারিতাস বাংলাদেশ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ার কাজটি অনেক দিন ধরেই করে চলছে ত্যাগ ও সেবা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কারিতাস বাংলাদেশ ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর বেছে নিয়েছে 'দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন'। অবশ্যই মানুষকে সেবা আমাদের করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করতে পারি না। কেননা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রকৃতির যত্ন নেবার দায়িত্বও মানুষের উপর দিয়েছেন। আর প্রকৃতির প্রতি আমাদের যত্ন প্রকাশ পাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যবহারে। যখন যা ইচ্ছা তা যেন ভোগ না করি। আর তা করতে গেলে আমাদের ত্যাগের মনোভাব অর্জন করতে হবে। এই ভোগবাদী সময়ে ত্যাগ ও সেবার মনোভাব দান করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও পিতা-মাতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে চাইলে পরে ত্যাগ ও সেবার মূল্যবোধ গড়ে তোলা সম্ভব। মনে রাখা দরকার ত্যাগ ও সেবার মনোভাবে গঠিত না হলে দেশের উন্নয়নেও কেউ এগিয়ে আসবে না।

বর্তমানে সারাবিশ্ব একটি অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতা অভিজ্ঞতা করছে। আগ্রাসী করোনাভাইরাসে বির্পযস্ত হয়ে পড়ছে সারাবিশ্ব। অনেক বেশি প্রাণহানিকর না হলেও এর ভয়াবহতা কম নয়। আতংঙ্কে সারাবিশ্ব। এ রোগের বা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের স্থান জানা গেলেও সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারছে না। ইতোমধ্যে বিশ্বে ক্ষমতাশালী কোন কোন দেশ পরস্পরকে দোষারোপ করছে। বর্তমান বাস্তবতায় দোষারোপের সংস্কৃতি ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে স্বার্থপরতা, উন্নাসিকতা, বিচ্ছিন্নতা, লোভ, লিপ্সা, ভয়, উদ্বিগ্নতা ও অহেতুক কৌতুহল। করোনাভাইরাসকে মোকাবেলায় সকলের মধ্যে আনতে হবে সচেতনতা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের মতো ঘনতিবসতিপূর্ণ ও ভঙ্গুর দেশের সহজ-সরল অধিবাসীদের কিছু বদ্যাভাস যথা- যত্রতত্র ময়লা-আর্বজনা ফেলা, মল-মূত্র ত্যাগ, থু-থু ফেলা, অপরিচ্ছন্ন থাকা, আদর ও স্নেহছলে জড়িয়ে ধরা, হাত না ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। একই সাথে ত্যাগ করতে হবে সংকটকালে খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে জনগণ। সরকার ইতোমধ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সামনে আরো ভয়াবহ দিন আসবে তা ধরে নিয়ে সরকারকে এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। জরুরী অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজলভ্য করতে সরকারকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে যোগান ও বিতরণের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ যেন অতিরিক্ত মজুদ করে গরীব-দুঃখীদের বঞ্চিত করার সুযোগ না পায়। মনে রাখতে হবে মানুষের স্বার্থপরতা, পাপাচার, শোষণ, নির্যাতনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে বঞ্চিত করে সম্পদ কুক্ষিগত করে ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে জীবন-যাপন করার ফলেই প্রকৃতি ও বিশ্বের দশা এমন করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। করোনাভাইরাসের মতো বিপর্যয়গুলো আমাদের মানবজাতিকে সুযোগ দান করে পারস্পরিক সেবা ও মিলনের বিষয়ে আরো সচেতন হতে। সারাবিশ্ব একত্রিত না হলে করোনাভাইরাস জনিত বর্তমান সংকট ও পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই ত্যাগ ও সেবা কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনেক মানুষ দীন-দুঃখীদের পাশে থেকে ও প্রকৃতির যথার্থ যত্ন নিয়ে সুন্দর একটি সমাজ গড়বে।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা উপবাসকাল হল সত্যিকারের ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সংবেদনশীল হওয়ার সময়। এ সময়ে কারিতাস কর্মীসহ সকলের প্রতি আহ্বান আসে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসার, যত্ন নেবার এবং একটি মানবিক, সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার। ✝

"যিশু তাকে বললেন, 'তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন, তিনিই।' সে বলল, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি।' এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।" -যোহন ৯:৩৬-৩৮

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ' আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	প্রোগ্রাম অফিসার: সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট	১ জন (নারী)	১ পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করা। ২ পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক মনিটরিং করা। ৩ লক্ষিত জনগোষ্ঠির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর আয়োজন করা। ৪ সরকারী ও সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশীপের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক ৫ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। ৭ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ সমূহ সমাধান কল্পে কর্মীদের যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা। ৮ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করা।	● যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজবিজ্ঞানে ডেভার স্টাডিজে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ● বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে।
২	প্রোগ্রাম অফিসার : মার্কেটিং এ্যান্ড প্রমোশন	১ জন (নারী)	১ সংস্থার আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা। ২ প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা। ৩ প্রযুক্তিগত বিপননের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ৪ সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা। ৫ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। ৭ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ সমূহ সমাধান কল্পে কর্মীদের যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা। ৮ কার্যক্রমের সার্বিক মনিটরিং করা।	● স্নাতক/ স্নাতকোত্তর, এমবিএ (মার্কেটিং)। ● (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● সৃজনশীল কাজে অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। ● কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপাত্তাবলী ঃ

১. প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. প্রার্থীর বয়সঃ কমপক্ষে ৩০ বছর।
৪. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৫. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা - ১২০৫

বিজ্ঞ/৭৩/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২-২৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২২ মার্চ, রবিবার

১ সামুয়েল ১৬: ১, ৬-৭, ১০-১৩, সাম ২৩: ১-৬, এফেসীয় ৫: ৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (অথবা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)
কারিতাস রবিবারের দান সংগ্রহ
বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

২৩ মার্চ, সোমবার

ইসাইয়া ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১২, যোহন ৪: ৪৩-৫৪
সাধু তুরিবিয়ুস দ্য মগরোভেজো, বিশপ-এর স্মরণ দিবস

২৪ মার্চ, মঙ্গলবার

এজেকিয়েল ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৯, যোহন ৫: ১-১৬

২৫ মার্চ, বুধবার

পর্ব দিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
ইসাইয়া ৭: ১০-১৪; ৮:১০,সাম ৪০: ৬-১০, হিব্রু ১০: ৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮

২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার

যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭
স্বাধীনতা দিবস (খ্রিস্টযাগ অথবা প্রার্থনা সভার জন্য পাঠ)
২য় বংশাবলী ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩,সাম ১৩৭: ১-৬,এফেসীয় ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১

২৭ মার্চ, শুক্রবার

প্রজ্ঞা ২: ১, ১২-২২, সাম ৩৪: ১৬-২০, ২২, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০

২৮ মার্চ, শনিবার

জেরেমিয়া ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ১-২, ৮-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ মার্চ, রবিবার

+ ২০০৩ সি. মেরী প্যাট্রিসিয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সি. মেরী পেট্রা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ মার্চ, সোমবার

+ ১৯৯০ ফা. ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফা. বার্ণার্ড পালমা (ঢাকা)

২৪ মার্চ, মঙ্গলবার

+ ১৯৮৯ ফা. হেনরী ভন হুফ, ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সি. অক্সিলিয়া পাহান, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ ফা. ফ্রেডারিক বার্গম্যান, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মার্চ, বুধবার

+ ১৮৮০ ফা. ভিন্সেঞ্জো গর্গা, পিমে
+ ১৯৯৭ সি. এম. বনাভিটা ক্যানন, সিএসসি
+ ২০০৪ ফা. মার্কুস মারাণ্ডী (রাজশাহী)

২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার

+ ১৮৮৭ মাদার মেরী অফ দ্য সেক্রেড হার্ট, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯০৯ সি. এম. পলিন, এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ ফা. লুইজি অজ্জিওনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফা. আমেদেয়ো পেলিজ্জো, এসএক্স
+ ২০১৮ ফা. অলবিনুস টপ্প (দিনাজপুর)

২৭ মার্চ, শুক্রবার

+ ২০১৪ সি. সূচনা চিরান, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ মার্চ, শনিবার

+ ২০০৫ সি. এম.মিডা মুল্‌ভে, আরএনডিএম (ঢাকা)

নির্বাসিত হোক বৈষম্য, প্রজন্ম হোক সমতার

সারা বিশ্বে নারী-পুরুষের মধ্যে সর্বদা একটা বিতর্কিক বিষয় বিদ্যমান তা হল বৈষম্য। এই বৈষম্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সকল স্থানেই পরিলক্ষিত। নারী-পুরুষের এই বৈষম্যই সৃষ্টির মাঝে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়। অনেকেরই অভিমত, নারীরা পুরুষের সমতুল্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অস্তিত্ব, সক্ষমতা, এমনকি যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। যা নারীদের আত্মসম্মানবোধকেই আঘাত করে। অধিকাংশ ব্যক্তিরাই নারী শিক্ষা, সক্ষমতা, স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার বিরুদ্ধে বিতর্কিত মনোভাব ও মতামত পোষণ করে থাকেন। অন্যদিকে, পরিবার থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই কন্যা-শিশুদের চলাফেরায়, আচার-আচরণে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। জীবন-যাপনেও যেমন-নারীরা ছেলেদের মত খেলাধুলা করতে পারবে না, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না ইত্যাদি। এছাড়াও ধর্মীয় গোড়ামী এবং সামাজিক ট্যাবুতো রয়েছেই যা নারীদের বিকাশে ও বৃহত্তর উন্নয়নে অবদান রাখতে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলশ্রুতিতে, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে কর্মজীবনে এসেও নারীরা অস্তিত্বহীনতায় ভোগে। যার ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানব উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশ ও জাতি এগিয়ে গেলেও পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সেই সংকীর্ণ ও কুসংস্কারের পুরু দেয়াল ডিঙিয়ে নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আদিম থেকে আধুনিক সমাজে নারীরা হেয় প্রতিপন্ন, অরক্ষিত, অবাঞ্ছিত, অবহেলিত এবং মূল্যহীন মেয়ে-মানুষ কেবলমাত্র। নারীরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল ও কম কর্মক্ষম-এই ধ্যান-ধারণাই আজও বর্তমান প্রজন্মকে জিম্মি করে রেখেছে। পরিতাপের বিষয় এটাই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে না। এ প্রজন্মে সমতার বীজ বুনতে হলে পুরুষেরই মত নারীকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নারীদের ন্যায্য ও যোগ্য সম্মান দিতে হবে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীদের মাথা উঁচু করে নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। আমাদের সংকীর্ণ মন থেকে বৈষম্য দূর করে সমতার পাঠ ধারণ ও অনুশীলন করতে হবে যেন নতুন এক সমতার প্রজন্ম গড়ে ওঠতে পারে।

আবার এমনও দেখা যায়, অভিভাবকেরা মেয়ে সন্তানদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না বলে তাদের তুলনামূলক কম প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ছেলে শিশুদের ন্যায় মেয়ে শিশুরা নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ পায় না। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের বৈষম্যমূলক আচরণে মেয়ে শিশুরা মানসিকভাবে মর্মাহত হয়। যা তাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মনে ছোট থেকেই বৈষম্যের বীজ বপনের ফলে তা বেড়ে ওঠে এবং প্রজন্মকে আরো কয়েক ধাপ পিছিয়ে নিয়ে যায়। এমন বৈষম্যমূলক সংস্কৃতির মাঝে নারীরা বেড়ে উঠলে সেই প্রজন্মে কোনদিন সমতা আসবে না। বরং বৈষম্যের শিকড় দৃঢ়তর হবে যা প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে দিবে না। তাই পরিবার থেকেই নারী-পুরুষ বৈষম্যের বীজ উপড়ে ফেলা প্রয়োজন যেন তা বেড়ে ওঠে শাখা-প্রশাখা ছড়াতে না পারে। তাই বৈষম্য দূরীকরণে অন্ধ সংস্কৃতিচর্চা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন পুরুষ জাতির সহযোগিতা ও প্রজন্মকে একত্রে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় সংকল্প। কেননা যেকোন প্রত্যয়ী জাতি বা গোষ্ঠী কঠিন যেকোন কিছু জয় করতে পারে। তাই মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতায় আসুক আমূল পরিবর্তন এবং চিরতরে নির্বাসিত হোক নারী-পুরুষ বৈষম্য। প্রতিষ্ঠিত হোক নারী জাতির অধিকার, প্রজন্ম হোক সমতার।

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

তপস্যাকাল ২০২০ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"খ্রিস্টের নামে আমরা এখন একান্ত আবেদন জানাচ্ছিঃ তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" ***(২ করি. ৫:২০)***

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

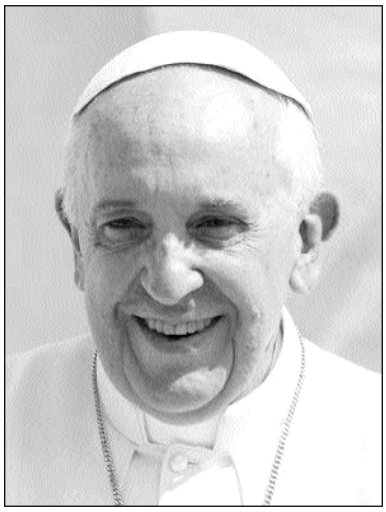

প্রভু এ বছর আরও একবার নবায়িত অন্তরে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির জন্য একটি মোক্ষম সময় আমাদের দিয়েছেন। এই খ্রিস্টই হচ্ছেন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি। অন্তরে-মনে আমাদেরকে অবশ্যই বার বার এই রহস্যের কাছে ফিরে আসতে হবে; কেননা, এটি আমাদের সত্তার গভীরে সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যে মাত্রায় আমরা এই রহস্যের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিষয়ে উন্মুক্ত থাকব এবং যে মাত্রায় আমরা মুক্ত মনে আর উদারতা নিয়ে এই রহস্যে সাড়া দান করব।

১) পরিত্রাণ রহস্য মন পরিবর্তনের ভিত্তি স্বরূপঃ

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আনন্দবার্তা শ্রবণ ও গ্রহণের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় খ্রিস্টীয় আনন্দ। এই 'শিক্ষা' সেই ভালবাসার রহস্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে, যে ভালবাসা "এত বাস্তব, এত সত্য, এত খাঁটি যে, এটি আমাদেরকে মুক্ত-মনের সম্পর্কে প্রবেশে এবং ফলশালী সংলাপে আমন্ত্রণ জানায়" *(Christus Vivit, 117)*। এই শুভবার্তা যে বিশ্বাস করে, সে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, যে মিথ্যা ব'লে বেড়ায় 'জীবনটা যেহেতু আমাদেরই, তাই এই জীবনকে নিয়ে যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারি আমরা'। কিন্তু আসলে, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে, আমাদেরকে অফুরন্তভাবে জীবনদানের *(দ্রষ্টব্য, যোহন ১০:১০)* তাঁর ইচ্ছা থেকেই আমাদের জীবন জন্ম নেয়। এর বিপরীতে আমরা যদি "মিথ্যার জনক" *(যোহন, ৮:৪৪)*-এর প্রলুব্ধকারী কণ্ঠস্বর শুনি, তবে আমরা অর্থহীনতার রসাতলে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নেই এবং এই পৃথিবীতেই নরকের অভিজ্ঞতা করি; ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মানব জীবনের করুণ ঘটনাবলী দুঃখজনকভাবে সেটির সাক্ষ্যই তো বহন করে।

এবার ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে আমি প্রত্যেকজন খ্রিস্টানের সাথে সেটিই সহভাগিতা করতে চাই, যা আমি যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে লেখা "খ্রিস্ট জীবিত" নামক পালকীয় প্রেরণাপত্রে উল্লেখ করেছি: "ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের প্রসারিত দু'টি বাহুর দিকে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর; বার বার মুক্তির স্বাদ নাও। আর যখন তুমি পাপস্বীকার করতে যাও, তখন এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, তাঁর অনুগ্রহই তোমাকে তোমার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি দেয়। অনুধ্যানে বুঝতে চেষ্টা কর- কী গভীর ভালবাসার কারণে তাঁর রক্ত ঝরে পড়ছে; সেই রক্ত-ধারায় নিজেকে পরিশুদ্ধ হতে দাও। এভাবেই তুমি পুনর্জন্মলাভে নবায়িত হবে" (নম্বর ১২৩)। যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ অতীতের কোন ঘটনা নয়; বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতে এটি চির-বর্তমান, যা আমাদেরকে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে কষ্টভোগীদের মধ্যে যিশুর অবয়ব দেখতে ও স্পর্শ করতে সমর্থ ক'রে তোলে।

২) মন পরিবর্তনের তাড়া

পরিত্রাণ রহস্যকে নিয়ে আরও গভীরভাবে ধ্যান করা ভাল; এই রহস্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আসলে, ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত প্রভুর সাথে "সামনা সামনি" সম্পর্কের মধ্য দিয়েই শুধুমাত্র ঐশ অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা করা যায়, যে প্রভু "আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য আত্মদান করেছেন" *(গালাতীয় ২:২০)*। এই অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা করা যায় দুই বন্ধুর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপনে। সেই কারণেই তপস্যাকালে প্রার্থনা এত গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি, প্রার্থনা করা একটি দায়িত্ব; কিন্তু এখানে এটি দায়িত্ব পালনের চেয়েও বেশি কিছু; এটি ঈশ্বরের ভালবাসায় আমাদের সাড়াদানের প্রয়োজনের অভিব্যক্তি, যে ভালবাসা সব সময়ে আগে প্রকাশিত হয়, যে ভালবাসা আমাদেরকে বহন ক'রে চলে। খ্রিস্টানগণ প্রার্থনা করেন এটা জেনে যে, আমরা অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবাসেন। প্রার্থনার ধরণ যে কোন রকমেরই হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটি আসল বিষয়, তা হচ্ছে, এটি আমাদেরকে অন্তর-গভীরে নাড়া দেয় এবং হৃদয়ের কঠিনতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়। এতে যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি ক'রে ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছার দিকে আমাদের পূর্ণ মন পরিবর্তন ঘটে।

তাই এই অনুকূল সময়ে আমরা তেমন ক'রে নিজেদের পরিচালিত হ'তে দিতে পারি, যেমনটি ইস্রায়েল জাতির মানুষ করেছিল মরুভূমিতে *(দ্রষ্টব্য, হোসেয়া ২:১৪)*, যাতে করে আমরা অন্ততঃ আমাদের প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পারি এবং আমাদের হৃদয়-গভীরে এই কণ্ঠস্বরকে

ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে দিতে পারি। আমরা যত বেশি করে তাঁর বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবো, তত বেশি করে আমরা তাঁর অনুগ্রহ অভিজ্ঞতা করতে পারব, যা তিনি বিনামূল্যে দান করেন। আমরা যেন এই অনুগ্রহের সময়টিকে বৃথা অতিবাহিত হ'তে না দেই- এই অলীক কল্পনায় যে, আমরা নিজেরাই তো তাঁর প্রতি আমাদের মন পরিবর্তনের সময় ও উপায় ঠিক করে নিতে পারব।

৩) আপন সন্তানদের সাথে সংলাপে ঈশ্বরের প্রগাঢ় ইচ্ছা

ঈশ্বর আমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য একটা অনুকূল সময় দিবেন- এ বিষয়টি 'এটি এমন আর কি?' বলে মনে করা আমাদের কখনই উচিৎ নয়। এই নতুন সুযোগটিকে বরং আমাদের মনে একটি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে তোলার এবং আমাদের আলস্যকে ঝাঁকুনি দেয়ার কাজে লাগানো উচিৎ। আমাদের জীবনে, মাণ্ডলিক জীবনে এবং এই পৃথিবীতে কখনও কখনও দুর্ভাগ্যজনকভাবে মন্দতার উপস্থিতি থাকলেও জীবন পরিবর্তনের এই সুযোগ আমাদেরকে ব'লে দেয়: মুক্তির সংলাপে ঈশ্বরের অটল ইচ্ছা কখনও বিঘ্নিত হবে না। যিনি নিজে কোন পাপ করেননি, কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্য যাকে মূর্ত পাপ করে তোলা হয়েছিল *(দ্রষ্টব্য, ২ করিন্থীয় ৫:২১)*, সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুতে পরম পিতা আমাদের মুক্তিদানের ইচ্ছায় আমাদেরই পাপের দায়ভার তাঁর পুত্রের উপর দিয়েছিলেন। আর এভাবেই, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের কথায় "ঈশ্বর নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন" *(Deus Caritas Est, 12)*। কারণ ঈশ্বর তাঁর শত্রুদেরও ভালবাসেন *(দ্রষ্টব্য: মথি ৫:৪৩-৪৮)*।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পরিত্রাণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সাথে যে সংলাপ রচনা করতে চান, এর সাথে অনর্থক অন্তঃসার শূন্য কথাবার্তার কোন সম্পর্ক নেই-যেমনটি প্রাচীন এথেন্সবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা "আনকোরা নতুন যে কোন কিছুরই সম্বন্ধে কথা বলত কিংবা শুনত" *(শিষ্যচরিত ১৭:২১)*। এই ধরণের অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা ফাঁপা এবং হালকা কৌতুহলের কারণেই হয়, জাগতিকতার বৈশিষ্ট্যধারী এ বিষয়টি যুগে যুগে চলে আসছে। আমাদের যুগে গণমাধ্যমের অনুপযুক্ত ব্যবহারে এটির প্রকাশ ঘটতে পারে।

৪) প্রাচুর্য সহভাগিতার জন্য, নিজের স্বার্থে কুক্ষিগত ক'রে রাখার জন্য নয়

পরিত্রাণ রহস্যকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখার মানে হচ্ছে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের ক্ষতগুলোর প্রতি একটি মমতাময় অনুভূতি। এই ক্ষতগুলো বিদ্যমান রয়েছে যুদ্ধে নিরীহ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে, জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, যাদের জীবন আক্রান্ত ও নানা সহিংসতার শিকার, তাদের মধ্যে। সেই ক্ষতগুলো একইভাবে বিদ্যমান পরিবেশগত দূর্যোগে, বিশ্বের সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টনে, সব ধরণের মানব পাচারে, লাগামহীন মুনাফা লাভের তৃষ্ণায়- যা কি-না এক ধরণের পৌত্তলিকতা।

আজকের দিনেও সদিচ্ছা সম্পন্ন নর-নারীর কাছে আবেদন জানানোর প্রয়োজন আছে, যেন তাঁরা সর্বাপেক্ষা অভাবীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পদ সহভাগিতা করেন দান কর্মের মধ্য দিয়ে। এভাবেই তাঁরা আরও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট হন। দয়াপূর্ণ দান আমাদেরকে আরও মানবিক ক'রে তোলে; পক্ষান্তরে, মজুদদারী স্বভাব আমাদের কম মানবিক হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, নিজেদের স্বার্থপরতায় আমাদের বন্দী ক'রে রাখে। আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে পারি, আর আমাদের উচিতও সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোগত দিকটা নিয়ে ভাবা। এ জন্যই এ বছরের তপস্যাকালে ২৬ থেকে ২৮ মার্চ আমি আসিসিতে নবীন অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা, সংস্কারকদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেছি, যেটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও ন্যায্য আর অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনীতির অবয়ব তৈরী করা। মণ্ডলীর শিক্ষায় বার-বার বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক জীবন হচ্ছে একটি বিশিষ্ট দানশীলতার প্রকাশ *(দ্রষ্টব্য, পোপ ১১শ পিউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের ফেডারেশন-এর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৭)*। একই কথা প্রযোজ্য অর্থনৈতিক জীবনের জন্য, যেটির দিকে একই মঙ্গলসমাচারীয় চেতনায় তাকানো যায়- অষ্টকল্যাণ বাণীর চেতনায়।

পবিত্রতমা মারীয়ার কাছে আমি অনুরোধ রাখি, তিনি যেন প্রার্থনা করেন, যাতে তপস্যাকালের এই উদ্‌যাপন ঈশ্বরের ডাক শুনবার জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দেয়- আমরা যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলিত হ'তে পারি, যেন আমরা আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে পারি পরিত্রাণ-রহস্যের উপর, যেন তাঁর সাথে আমরা একটি উন্মুক্ত ও আন্তরিক সংলাপের উদ্দেশে আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটাই। এভাবেই আমরা তেমনটি হয়ে ওঠতে পারবো, যেমনটি খ্রিস্ট নিজেই শিষ্যদের হতে বলেছিলেন : পৃথিবীর লবণ এবং জগতের আলো *(দ্রষ্টব্য, মথি ৫:১৩-১৪)*।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু জন লেটারান মহামন্দির, ৭ অক্টোবর ২০১৯

(জপমালা রাণীর পর্বদিবস)

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

কারিতাস প্রেসিডেন্টের-এর শুভেচ্ছা বাণী

প্রতি বছর জাতিসংঘ ও পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী এবং আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের শিক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়। পোপ মহোদয় তাঁর এ বছরের উপবাসকালীন মূলসুর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন - "খ্রিস্টের নামে আমরা এখন একান্ত আবেদন জানাচ্ছি: তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" *(২ করি. ৫:২০)*'। পোপ মহোদয়ের দেয়া মূলসুর এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসেবে বেছে নিয়েছে – "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পূর্ণমিলন"।

সময় এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। আমাদের এই প্রিয় ধরণী ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা মানুষ হিসেবে আমাদের হৃদয়কে অস্থির করে, আমাদের মনকে ভাবিত করে, চিন্তিত করে এবং অসহায় করে তোলে। ইদানিংকালে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা বিরাজ করছে। ঘরে-বাইরে, রাস্তাঘাটে, কর্মস্থলে, পরিবারে, সমাজে সর্বত্র মানুষ সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ও অশান্তিতে দিন অতিবাহিত করছে, মানুষ মানুষকে ভালবাসার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নানাবিধ অমানবিক কাজে লিপ্ত। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার উপর সৃষ্টির যত্ন নেয়ার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানব-পরিবারের কিছু অংশ লোভের বশবর্তী হয়ে সেই সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করে, তার যথাযথ যত্ন না নিয়ে বরং শুধু নিজের স্বার্থে সৃষ্টির সম্পদ অপচয় করছে। স্রষ্টার ভালোবাসার বিধান অমান্য করে, সৃষ্টিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে তারা শুধু অর্থনৈতিক লাভ ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সৃষ্টির ধ্বংস সাধন করে চলেছে। মানুষের স্বার্থপরতা, পাপাচার, শোষণ-নির্যাতনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে বঞ্চিত করে সম্পদ কুক্ষিগত করে ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে জীবন-যাপন করার ফলেই সৃষ্টির দশা এমন করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠছে।

এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুর "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পূর্নমিলন" বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ অন্যান্য সামাজিক দায়িত্বের মাঝে একে অপরের আপদে-বিপদে সাহায্যের ও সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং দয়া, মমতা, ক্ষমায় আমাদের দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত, বেদনাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। যারা বিপথে গেছে তাদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্টিকে গোটা মানব পরিবারের নিকট স্রষ্টার সস্নেহ দান হিসেবে গ্রহণ করে দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে তার যত্ন নেয়া, দুর্বল-অসহায় ও দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত না করে, তাদের সম্পদ লুটপাট না করে বরং তাদের মানবিক প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাদের জন্মগত মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি সুষম সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সৃষ্টির সৌন্দর্য অম্লান থাকবে এবং মানুষের মাঝে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পাশা-পাশি সুখ-শান্তি নিশ্চিত হবে।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা উপবাসকাল হল সত্যিকারের ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সংবেদনশীল হওয়ার সময়। এ সময়ে কারিতাস কর্মীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানাই, আসুন ঈশ্বরের সৃষ্ট এই প্রকৃতি এবং মানুষকে ভালবাসি, যত্ন নেই এবং একটি মানবিক, সহনশীল, সংবেদনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করি।

+ জের্ভাস রোজারিও

বিশপ জের্ভাস রোজারিও
বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ এবং
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ

নির্বাহী পরিচালকের দু'টি কথা

কারিতাস বাংলাদেশের ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২০ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে - "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন"। আজকের পৃথিবী বিপন্ন বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক-পরিবেশের দূষণ সংকটে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো। ভোগ্যপণ্য তৈরি হচ্ছে প্রতিযোগিতা করে। যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিরও বিকাশ হয়েছে আকাশচুম্বি। উন্নত শিল্পপ্রধান দেশগুলো মুনাফার লোভে তৈরি করছে প্রাণঘাতি নানা প্রকার মারণাস্ত্র। ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়ন-শিল্পায়ন, পরিকল্পনাহীন নগরায়ন, বল্গাহীন বনচ্ছেদন, মৃত্তিকাক্ষয়, মরু বিস্তার, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়, জীবাশ্ম জ্বালানির অতি ব্যবহার, বিবেচনাহীন কীটনাশকের প্রয়োগ, অপ্রাকৃতিক কৃত্রিম রাসায়নিকের আবিষ্কার ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার - ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য ও স্বাস্থ্যহানি হয়ে চলেছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। ভোগবাদী সময়ের লাগামছাড়া লোভ ও সীমাহীন ভোগলিপ্সা পরিবেশের অবক্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বগ্রাসী লোভের নেশায় মত্ত মানুষ নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করে প্রকৃতি ও প্রাণকে উপভোগের নেশায় ছুটে চলেছে। তার স্বপ্নে-জাগরণে-চিন্তায়-কর্মে কেবল ভোগ আর মুনাফা। এতে পুরো ধরিত্রী ক্রমশ: হুমকির মুখে পড়েছে।

আমরা প্রতিনিয়ত শুধু পেতেই চাই। লাগামহীন পাওয়ার ইচ্ছা স্বার্থপরতাকে বাড়িয়ে দেয়। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় নিবিষ্ট হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। গোষ্ঠিতে-গোষ্ঠিতে, জাতিতে-জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে ওঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থার প্রতিকার দরকার। এজন্য আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে।

মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন জরুরী, তবে তা কখনই প্রকৃতি-পরিবেশের সুষমা, সাম্য ও সুস্থিতিকে নষ্ট করে হওয়া কাম্য নয়। উন্নয়ন হওয়া উচিত সুস্থিত এবং দীর্ঘস্থায়ী, যেখানে ভাবী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে না, সার্বিক সমনোন্নয়নের ধারা সমগতিতে প্রবাহিত হবে প্রজন্ম হতে প্রজন্মে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। মানুষসহ সব প্রাণের অস্তিত্ব পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল। কারণ পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ পরিবেশ সংকটের এই দায়সমগ্র মানব জাতির।

এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুর "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন" বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আমাদেরকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শন হলো তার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সুতরাং দয়া, মমতা ও ক্ষমায় আমাদের দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত, বেদনাগ্রস্ত, যুদ্ধে নিরীহ ক্ষতিগ্রস্ত, নানা সহিংসতার শিকার, বিদ্যমান পরিবেশগত দূর্যোগে, বিশ্বের সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টনে, সব ধরনের মানব পাচারে, লাগামহীন মুনাফা লাভের তৃষ্ণায়-যারা ক্ষতিগ্রস্ত সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে জীবন ধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

কারিতাস বাংলাদেশের কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় (২০১৯-২০২৩) ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সমস্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে কারিতাস বাংলাদেশ ৮৮টি বহুমুখী এবং বিভিন্নমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২৭০৩.৮০/- মিলিয়ন টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৩১৭,৫২২ জন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিতাস কাজ করছে। কারিতাস বাংলাদেশ তার চলমান ৮৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন, ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে চলেছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং নারী-পুরুষ সমতা এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে।

কারিতাসের ৮৮টি প্রকল্পের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশই হচ্ছে **(১)** ত্যাগ ও সেবাকাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা এবং **(২)** সেবাকাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তহবিল সংগ্রহ করা। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবছর একটি শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর গ্রহণ করা হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন" - বিষয়টি বেছে নেয়া হয়েছে। প্রতিবছর পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে 'ত্যাগ ও সেবা অভিযান' এর মূলসুর বা শিক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই স্রষ্টার সৃষ্টি। সমস্ত জীবজগৎ তিনিই সৃষ্টি করেছেন পরম যত্নে, পরম ভালবাসায়। কাজেই জীবজগতের সবকিছুর মধ্যেই তাঁর শক্তির এবং তাঁর অস্তিত্বের উপস্থিতি রয়েছে। সৃষ্টির সেবায় যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পারেন, তিনিই স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত আর্তক্লিষ্ট ও নিপীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক ও সাধক। প্রত্যেক জীবের প্রতি যত্নবান হলে এবং তাদের ভালবাসলে, তবেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২০ সময়কালে আমরা প্রত্যেকে কোনো ভাল, সুন্দর ও অপরের মঙ্গলকর কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিই এবং তা করি, যাতে সমাজে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি এবং একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ ও সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। নিজেরা ভোগ বিলাসীতায় মগ্ন না হয়ে নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করি প্রকৃতি ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করি। যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা, সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদান্তে -

ফ্রান্সিস অতুল সরকার

নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ

দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন

ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকাল ২০২০ উপলক্ষে বিশ্ববাসীর কাছে যে বাণী দিয়েছেন, তাতে মানুষের প্রতি মানুষের দয়া, মমতা, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের আহ্বান জানানো হয়েছে। শুধু মানুষ কেন, দয়াপূর্ণ চিত্তে ভালবাসার একাত্মতায় প্রকৃতির সাথে পুনর্মিলনের আহ্বানও জানানো হয়েছে। যে

প্রভু যিশুর পবিত্র বাণী পোপ মহোদয় তাঁর নিজের বাণীতে উদ্ধৃত করেছেন, সেই প্রভু যিশু খ্রিস্ট শুধুমাত্র নিজেই শত্রুকে ক্ষমা করেনি, বরং আমাদেরকে একটি ক্ষমার আবহে ও দয়ার পরিবেশে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যখনই আমরা দয়া, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের ভাবনায় নিজেদেরকে সংস্থাপিত করি, যখনই আমরা সে সমস্তের চর্চা আমাদের জীবনে করতে চেষ্টা করি, তখনই আমরা যিশুর দেয়া দয়া, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের আবহে আর প্রতিবেশে প্রবেশ করি। আমাদের দয়া, মমতা ও ভালবাসার প্রদর্শন শুধুমাত্র মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং গোটা প্রকৃতির প্রতি দেখানোর জরুরী সময় ও বাস্তবতা আমাদের সামনে ভীষণভাবেই উপস্থিত। প্রকৃতির প্রতি দয়াময় ও সহনশীল আমরা হতে পারবো না, মানুষের প্রতি যদি আমরা ক্ষমাশীল না হই। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মানুষের প্রতি দয়া, মমত্ব, ভালবাসা ও ক্ষমা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব মানবতার কথাই বলেছেন; তিনি একটা নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডির অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন; যদিও তিনি প্রধানতঃ ও প্রথাগতভাবে খ্রিস্ট ধর্মের রীতি অনুসারে রোজা, উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যাকাল পালনের কথা বলেছেন।

"মাঠের লিলি ফুলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ.....পরম পিতা কত সুন্দর করে তাদের সাজিয়েছেন"- প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে প্রভু যিশু এই কথা বলেছিলেন। যে মাটির উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে স্নিগ্ধ বায়ু আমরা গায়ে মাখছি, যে শীতল জলে গা ধুইছি, যে রবির রশ্মিতে আমরা প্রতিদিন স্নাত হচ্ছি, এদের সাথে আমাদের দেহ, মন, আত্মার একটা বোঝাপড়া তো থাকা চাই। মৃত্যুর পরে আমাদেরকে তো এই মাটির কোলেই জায়গা নিতে হবে, ফিরে যেতে হবে মাটির গভীর ঘরে। তাই প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য ও সমঝোতা আমাদের রাখতেই হবে। যে প্রকৃতির কোলে জীবিত ও মৃত সব অবস্থায়ই আমাকে থাকতে হবে সেই ধরণী মাতাকে অবহেলা করলে কি চলে?

মানুষ, সৃষ্ট জীব ও প্রকৃতির সাথে ভারসাম্যময়, দয়াশীল, প্রেমময় ও ক্ষমার সম্পর্কই একজন মানুষকে সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলে। এর অন্যথা হলে মানুষের স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমন বিকৃত হয়, তেমনি গোটা মানবজাতি ও বিশ্ব প্রকৃতিও এই বিকৃতির জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই জ্বরের উত্তাপ থেকে মুক্ত থাকা এবং অন্যদেরকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা করার নামই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম চর্চা। আর এ ধর্মের চর্চা যে কোন ধর্মের অনুসারীই করতে পারেন। এই সর্বজনীনতাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্তের অনেক কিছুই বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের দেশে পালিত প্রধান-প্রধান ধর্মের শিক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে।

খ্রিস্টধর্ম হচ্ছে প্রেম, দয়া ও ক্ষমার ধর্ম: মথির লেখা সুসমাচার ১৮: ২১-২২ পদে প্রভু যীশু খ্রিস্ট "সত্তর গুণ সাতবার" অর্থাৎ যতবার প্রয়োজন তত বার ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী কেউ যদি অন্যকে ক্ষমা না করে, তবে সে নিজেকে পরমেশ্বরের ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত করে। ক্ষমাহীন ব্যক্তি কখনও প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি দয়ালু হতে পারে না। পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে দয়ালু হতে শিক্ষা দেয়: "তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালবাসেন। তাই তোমরা দয়া - মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল। পরস্পরের প্রতি তোমরা ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর। আর সমস্ত-কিছুর ওপরে স্থান দাও ভালবাসাকে, কারণ ভালবাসাই সব-কিছুকে এক করে তোলে, পূর্ণ করে তোলে" *(কলসীয় ৩: ১২-১৪)*।

ইসলামেও ক্ষমা এবং দয়ার সুমহান আদর্শকে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। "নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। প্রকৃত পক্ষে, তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল এবং দয়াবান" *(কোর-আন ৩৯: ৫৩)*। কোর-আনের শিক্ষা অনুযায়ী মন্দতা ও দুষ্টতা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরকে ক্ষমা করে ও তার জীবন আচরণ সংশোধনে সহায়তা করে সে আল্লাহ্র কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বোধহীন মানুষকে ভালবাসেন না। 'কোর-আনের শিক্ষা অনুযায়ী মন্দতা ও দুষ্টতা শাস্তিযোগ্য' *(কোর-আন ৪২:৪০)*। নবী করিমকে উদ্দেশ্য করে কোর-আন শরীফে বলা হয়েছে "আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণেই আপনি তাদের প্রতি সদয় হতে পেরেছেন; আপনি যদি রুক্ষ ও শক্ত হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত" *(৩: ১৫৯)*।

সনাতন ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী "যাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ক্ষমা কর; যাকে ক্ষমা করতে পারবে না তাকে এড়িয়ে

চল" *(ভগবৎ গীতা ১৮: ৪৮ পাঠ)*। দয়াবান ও ক্ষমাশীল হওয়ার জন্য গীতার এ শিক্ষাটি অত্যন্ত বাস্তবময়। সনাতন ধর্ম মতে ভগবান কৃষ্ণ আমাদের সবচেয়ে গর্হিত অন্যায়ও ক্ষমা করেন।

বৌদ্ধধর্মেও ক্ষমা ও দয়াকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। মহামতি বুদ্ধ একবার তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে একজন উদ্ধত মানুষ মহামতি বুদ্ধের মুখে থুথু দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করলো। খুব ধীর-শান্ত চিত্তে বুদ্ধদেব লোকটিকে বললেন, "এরপর আর কি করতে চাও?" বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ অবাক হওয়ার পাশাপাশি ঐ উদ্ধত লোকটির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা যখন এই লোকটির অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে চাইলেন, তখন বুদ্ধদেব বললেন, "ঐ লোকটির ব্যবহারের চেয়ে তোমাদের আচরণে আমি আরো বেশি কষ্ট পেয়েছি। কারণ, ঐ লোকটি তো আমাকে চিনে না; অথচ এতদিন ধরে তোমরা আমার সাথে থেকেও আমাকে চিনতে পারনি। ওর ওমন ব্যবহার আমার তো কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ওর ঐ থুথু আমার ভেতরে তো প্রবেশ করতে পারেনি"।

উদার দৃষ্টিতে দেখলে মানুষের প্রতি যে কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন প্রকৃতির প্রতি উদারতারই প্রকাশ। এখানেই প্রকৃত ধর্মের মর্ম-বাণী লুকিয়ে আছে। এখানেই মানুষের মনের অপরিসীম শান্তি লুকিয়ে আছে। ধর্ম চর্চা কেবলমাত্র কয়েকটি নিয়ম পালন করা নয়, কয়েক ছত্র শাস্ত্রবাণী আওড়ানো নয়, শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যা করতে করতে বিশারদ হয়ে যাওয়া নয় বরং ধর্মের সুমন্ত্রণায় নিজের জীবনকে সাজানোই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম চর্চা। এর অন্যথা হলে, পোপ মহোদয়ের কথায়, "আসলে, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে, আমাদেরকে অফুরন্তভাবে জীবনদানে *(দ্রষ্টব্য, যোহন ১০:১০)* তাঁর ইচ্ছা থেকেই আমাদের জীবন জন্ম নেয়। এর বিপরীতে আমরা যদি "মিথ্যার জনক" *(যোহন, ৮:৪৪)*-এর প্রলুব্ধকারী কণ্ঠস্বর শুনি, তবে আমরা অর্থহীনতার রসাতলে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নেই এবং এই পৃথিবীতেই নরকের অভিজ্ঞতা করি; ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মানব জীবনের করুণ ঘটনাবলী দুঃখজনকভাবে সেটির সাক্ষ্যই তো বহন করে"। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব মানবতাকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের তপস্যাকালকে। ঈশ্বর আমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য একটা অনুকূল সময় দিবেন- এ বিষয়টি 'এটি এমন আর কি?' ব'লে মনে করা আমাদের কখনই উচিৎ নয়। এই নতুন সুযোগটিকে বরং আমাদের মনে একটি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে তোলার এবং আমাদের আলস্যকে ঝাঁকুনি দেয়ার কাজে লাগানো উচিৎ"।

পরিশেষে, আসুন আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রাবক্তিক বাণী স্মরণ ও ধ্যান করি : "আজকের দিনেও সদিচ্ছাসম্পন্ন নর-নারীর কাছে আবেদন জানানোর প্রয়োজন আছে, যেন তারা সর্বাপেক্ষা অভাবীদের সঙ্গে তাদের সম্পদ সহভাগিতা করেন দান কর্মের মধ্য দিয়ে। এভাবেই তারা আরও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট হন। দয়াপূর্ণ দান আমাদেরকে আরও মানবিক ক'রে তোলে; পক্ষান্তরে, মজুদদারী স্বভাব আমাদের কম মানবিক হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, নিজেদের স্বার্থপরতায় আমাদের বন্দী ক'রে রাখে"॥ ❑

ত্যাগ ও সেবা কি ও কেন

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

বিনিময়	- ৪৪০০ কপি
লিফলেট	- ৮০,৫৫০ কপি
পোস্টার	- ৯০৮০ কপি
খাম	- ১,২০,০০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	- ৪,৬০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	- ৬৬০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	- ৯৫০ কপি
স্টিকার	- ১৪,০০০ কপি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	- ৭২০ কপি
দান বাক্স	- ২০০টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৭,৫০,৫৯৫ জন এ অভিযানে বিগত বছরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

খ) তহবিল সংগ্রহ

বিগত অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ৫১,১৯,০২৮ (একান্ন লক্ষ উনিশ হাজার আটাশ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগিদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে সর্বমোট ৪৮,৮২,০১৫ (আটচল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার পনের) টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্য প্রদান করছে। পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে।

লেখক: সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট- সিডিআই। ❑

ত্যাগ ও সেবা কি ও কেন

শুক্তি কনা সাংমা

বিশ্বের প্রতিটি মানুষ সুস্থ, সুন্দর জীবন-যাপন করতে চায়। এই সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বদলেছে। সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ, বেড়েছে চাহিদাও। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর উৎস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হল প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান দিতে গিয়ে পরিবেশের ওপর শুরু হয়েছে নানা প্রকার শোষণ প্রক্রিয়া। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ভারসাম্যহীন পরিবেশের জন্য ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, প্রচণ্ড তাপ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও নতুন-নতুন সব দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমরা যদি আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন না হই, তাহলে বেশিদিন পৃথিবীতে টিকতে পারব না। আমাদের ধ্বংস হবে সময়ের ব্যাপার। পরিবেশ বাঁচানোর প্রথম পদক্ষেপ তাই আমাদেরই নিতে হবে। জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা যতটা সম্ভব কমাতে হবে, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ যেন বুঝতে পারে প্রকৃতির উপর গুরত্ব আরোপ না করে শুধুমাত্র জীবনকে উন্নত করার জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি মোটেই মানুষের জন্য সুখকর হতে পারে না। মানুষ যেন বুঝতে পারে অন্যান্য প্রাণীর সহযোগিতা ব্যতীত শুধু একাকী এই পৃথিবীতে বসবাস করা যাবে না। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা ঘোষণা করতে হবে।

মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধের অভাব, ধর্মীয় সহনশীলতার অভাব, ইতিবাচক মূল্যবোধের অভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, ভোগবাদ, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ইত্যাদি আজকের বিশ্বের নানাবিধ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। বর্তমান ভোগবাদী এবং বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, অপরকে শোষণ করাতেই তার আনন্দ, অসংখ্য মানুষকে পদদলিত করে একা উপরে ওঠাকেই জীবনের স্বার্থকতা বলে মনে করে। মানুষ তার মানবতাবোধের সক্রিয়তায় অসাম্য, বিভেদ, লোভ, হিংসা দূর করার পরিবর্তে নিজেই হয়ে ওঠছে লোভী, স্বার্থপর। এ পথ থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদের জীবনে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মূল্যবোধের দিক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। দয়াপূর্ণ ও ক্ষমাশীল অন্তরে প্রকৃতি ও মানুষের যত্ন নিতে হবে, সেবা করতে হবে।

সমাজে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্য কর্ম পরিচালনা, ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, মানুষের সেবা এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিখারীকে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। জগতের সকলেই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা বুঝে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের উপকার করার নাম দয়া। এ দয়া ধর্ম এবং সেবার দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে রচনা করতে পারে স্বর্গীয় পরিবেশ। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে-অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই অসংখ্য কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা মানব জীবন। আর বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া-সমমর্মিতা প্রদর্শন করা হলো তার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

আমরা অনেক সময় অপরের বিরুদ্ধে অপরাধ করি এবং আমাদের কথা, কাজ ও আচরণ দ্বারা অন্যের মনে কষ্ট দেই। আবার অন্যেরাও আমার বিরুদ্ধে তাই করতে পারে। এভাবে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে ক্ষমা দেয়া-নেয়া আমাদের অভ্যাস করতে হবে। ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষমা দেয়া দুর্বলতার পরিচায়ক নয়, বরং ক্ষমা না চাওয়া ও না দেয়াই সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ক্ষমা দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন সাধিত হয়, আর পুনর্মিলনের আনন্দ একটি স্বর্গীয় অনুভূতি। আমরা যদি একে-অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে-অন্যকে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। এই মূলবোধগুলোকে হৃদয়ে ধারণ ও চর্চার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২০ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণত: দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতা হেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি

না, বরং তাদের স্বার্থপরতার ওপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। প্রতিনিয়ত বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও কত দান করা হয় যার হিসেব পাওয়া কঠিন।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাতত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ Austeros থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ Austere এবং ল্যাটিন শব্দ Austerus। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" *(সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৭)*।

ত্যাগের ক্ষেত্র

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচনা করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

উপবাস

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগি হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বণ্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন - মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগি প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবাকাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ-নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানত: পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। এবারের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, "দয়া ও ক্ষমা চিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন"।

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-৪,৫০০ কপি, পোস্টার-৯,৫০০ কপি, লিফলেট-৮৭,৭০০ কপি, খাম-১,৩৩,৫০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৪,৭০০ কপি, হোমিলি (Homily)- ৮০০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-৯৫০ কপি, স্টিকার-১৩,২০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-৮০০ কপি, দান বাক্স ৩০০টিসহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ৫১,১৯,০২৮ (একান্ন লক্ষ উনিশ হাজার আটাশ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ৪৮,৮২,০১৫ (আটচল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার পনের) টাকা ব্যয় হয়।

২. রোগিদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগিদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগি চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগি নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০১৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জন্য ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর ছিল ("এসো প্রকৃতি ও অভাবী ভাইবোনদের যত্ন করি") "Let us care for nature and brothers & sisters inneed". মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০১৯ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মৃতিতে ৭১'র উত্তাল মার্চের দিনগুলি ...

হেলেন রোজারিও

"এবারের সংগ্রাম আমাদের
মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম,
জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পরপরই ঢাকাসহ সারা দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ ও ভয়াবহ রূপ নিতে শুরু করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার নিপীড়ন বাড়তে থাকে। মানুষের মধ্যে ভয় আতঙ্ক বাড়তে থাকে। নিত্যদিন গোলাগুলি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মিটিং মিছিলের নগরী যেন।

"আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে,
জনতার সংগ্রাম চলবে।

গান আর জয় বাংলা শ্লোগান ধ্বনিতে মুখরিত থাকতো ঐসব এলাকা। পুলিশ ছত্রভঙ্গ করতে ছুড়তো কাঁদানে গ্যাস। মানুষের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ, উত্তেজনা বিরাজ করছিল। রাতে মানুষ খুব একটা ঘরের-বাইরে বের হতো না।

তারপর আসলো ২৫ তারিখের ভয়াল রাত। আগের দিনই মুক্তি-পাগল জনতা রাস্তায়-রাস্তায় ব্যারিকেট দিতে শুরু করেছিল পাকিস্থানীদের আক্রমণের আয়োজন বুঝে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ২৫ তারিখের কাল-রাত্রি সন্ধ্যার পর হ'তে ঢাকা ভয়াবহ রূপ নিল। রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। আমরা থাকতাম মালীবাগ রেলগেটের কাছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যখন গোলা ছোড়া শুরু হলো, আমাদের বাড়িটিও আলোকিত হয়ে উঠল ঐ আগুনের লেলিহানে। এত গোলাগুলি, মনে হলো ঢাকা শহর এক রাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে অতর্কিত হামলা। বিশ্ববিদ্যালয়, হলগুলো, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা ক'রে এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হলো। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা গেল। শুরু হলো জনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঢাকা শহর হলো প্রেতপুরী। কার্ফিউ দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালালো পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণায় বাংলার আপামর জনতা ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তির সংগ্রামে। কার্ফিউ থাকায় ২৬ তারিখে ঘর হ'তে বের হ'তে পারেনি। ২৭ তারিখ মনে হয় দুপুর ২টা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করা হয়েছিল। কারও ঘরে তেমন খাবার ছিল না। অনেকে একটু বের হলো বাজারের সন্ধানে। কোথাও দোকান খোলা নাই। বাইরেতো শুধু লাশ আর রক্ত। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেবার সময়টুকু মানুষের ছিল না। বাইরে এসেই সবার এক কথা ঢাকা ছাড়ো। ঢাকা শহরে আর থাকা যাবে না।

আমরাও ২৭ তারিখে কোন রকম খাওয়া দাওয়া করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি বাক্সে ভরে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে নিয়ে সবাই গ্রামের বাড়ির পথে রওনা হলাম। দরজায় শুধু তালা ঝুলিয়ে রেখে গেলাম। তখন আমার কোলে তিন মাসের শিশু সন্তান। স্বামী-স্ত্রী সবাই যার যার মতো বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ব্যাগ, গাট্টি-বোচ্কাসহ পথে পা বাড়ালাম। রাস্তায় বের হয়ে দেখি দলে-দলে লোক প্রাণে বাঁচার তাগিদে হেঁটে চলছে। দুপুর দু'টোর মধ্যে শহর ত্যাগ করতে হবে। দু'টোতে আবার কার্ফিউ শুরু হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর ছেড়ে পালাতে হবে।

আমরা রামপুরার রাস্তা দিয়ে হেঁটে বৌড়ার বিলের উপর দিয়ে কত থানাখন্দ দিয়ে হাঁটছি। কোলে তিন মাসের শিশু। ওকে বাসা থেকে বোতলে দুধ খাইয়ে রওনা হয়েছি, আর খাওয়াতে পারছি না। বাকীদের হাতে বিস্কুট দিয়ে শান্ত রাখছি। আমাদের সাথে আমার বোন, জামাই, তাদের কোলে দুই শিশু সন্তান, আরো একটি পরিবার, তাদের তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে এক সঙ্গেই আমারা হেঁটে চলছি। তখন রাস্তাঘাট এত ভালো ছিল না। খেত খামার, ধান ক্ষেত, টমেটো ক্ষেত, সব্জি ক্ষেতের উপর দিয়েই চলছি। গ্রাম অনেক দূরে। একটি ছোট খাল পার হ'তে গিয়ে আমার তিন বছরের ছেলে ওর বাবার কাঁধ হ'তে খালে পড়ে গেল হাঁটু পানিতে। ভয়ে আতঙ্কে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, কি যেন হলো! না! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন ওকে, ভালো করে ধুয়ে মুছিয়ে আবার কাঁধে নিয়ে চললো ওর বাবা। আমরা সব্জি ক্ষেতের আইল দিয়ে যাচ্ছি, পাকা-পাকা টমেটো, সবাই টমেটো তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করলো। ক্ষিদের পেট সবার। হাঁটছি আর হাঁটছি।

সামনে একটি গ্রামে ঢুকবার মুখে দেখি কয়েকজন বৌ-ঝি, ছেলেরা পানির জগ আর মুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ ভ'রে জলে এলো। মানুষ মানুষের জন্য এটা উপলব্ধি করলাম।

সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে মুড়ি পানি খেয়ে সাথে শিশুদের জন্য কিছু মুড়ি নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এখনও চোখ ভরে পানি এসে যায় যে, তখন মানুষে-মানুষে কোন ভেদাভেদ ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার তিন মাসের শিশু সন্তানকে আর কোল থেকে নামাইনি বা কারো হাতে দেই নাই। একইভাবে ওকে কোলে নিয়েই হাঁটছি। মনে হয় ঈশ্বরই সবাইকে শক্তি ও সাহস দিয়েছিলেন। পথে সন্ধ্যা হয়ে রাত নেমে এলো। টঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু আগুন আর আগুন। মৃত্যুর ভয়ে, নির্যাতনের ভয়ে শুধু মানুষের ছোটা। দলে-দলে মানুষ শহর ছাড়ছে। প্রাণে বাঁচতে চাইছে। ঐ দৃশ্য দেখার মত নয়। কি কষ্টে মানুষ শহর ছাড়ছে। শুধুই বাঁচার তাগিদে।

রাত একটায় আমরা মঠবাড়ী গির্জায় পৌছালাম। স্কুল ঘরে সবার ঠাঁই করা ছিল। কয়েকজন সিস্টার এগিয়ে এসে আমার শিশুদের তুলে নিল। তাদেরকে খাবার দিল। বিশ্রামের জায়গা করা ছিল। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে চাদর বিছানো ছিল। সবাই হাতমুখ ধুয়ে স্বস্তিতে বসে পড়লাম। সিস্টারগণ সবার জন্য ভাত আর লাউ দিয়ে সোল মাছের তরকারী করে রেখেছিল। সারাদিনের পথশ্রম, ভয়, আতঙ্ক ভুলে স্বস্তিতে শান্তিতে পরম তৃপ্তির সাথে আহার করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম গ্রামের গির্জার স্কুল ঘরে। সকালের নাস্তাও সিস্টারগণ দিলেন, দয়াময়ী মায়েদের মত। ঐদিন, ঐ মুহূর্ত কোনদিন ভুলবোনা। ঐ সিস্টারগণকেও কোনদিন ভুলতে পারবো না আমি? এখনও মঠবাড়ী গির্জায় গেলেই মনে পড়ে এখানেই তো এসেছিলাম, ঠাঁই পেয়েছিলাম ৭১ এর ২৭ মার্চ এর কাল-রাত্রির ভয়াবহতা হ'তে সন্তানদের নিয়ে বাঁচতে।

২৮ মার্চ সকালে সিস্টারদের দেয়া নাশতা খেয়ে একই বস্ত্রে গ্রামের বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। মঠবাড়ী হ'তে নাগরী, পায়ে হাঁটা পথ। উলুখোলার জঙ্গলময় পথ পেড়িয়ে বেলা ১১টায় ছেলেপুলে আত্মীয় পরিজনসহ গ্রামের বাড়িতে এসে নিজ মাটির ঘরে আশ্রয় নিলাম। এক সপ্তাহ আগে আমার বড় দুই ছেলে-মেয়ে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে রেখে দিয়েছিলাম। তাই যাত্রাপথের বিঘ্ন হতে ওরা রক্ষা পেয়েছিল। সবাই আমাদের

পেয়ে শঙ্কামুক্ত হলো। আমরা সবাইকে নিয়ে প্রায় এক মাস গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করলাম কিন্তু আমার বাবা মা ভাই-বোন কোথায় রইল কিভাবে আছে দীর্ঘ একমাস তাদের খোঁজ নিতে পারিনি।

একমাস পর ছোট শিশুটিকে নিয়ে ফিরে এলাম ঢাকায়। তাও নদী পথে। উলুখোলা হতে ছোট-ছোট লঞ্চ চলত। ইছাপুরা হয়ে কোথা দিয়ে এসে মাদারটেক নামিয়ে দিত। টঙ্গী ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে আসা ছিল ভয়ঙ্কর। পথে-পথে মিলিটারী, বন্দুক, রাইফেল। বোনদের ছোট একখানি নৌকায় পাঠিয়ে দিলাম অজানার উদ্দেশে গোল্লা গ্রামে। ঢাকায় এসে দেখলাম শহর প্রায় জনশূন্য। রাস্তায় দূর্বাঘাস গজিয়ে গেছে। আমাদের বাসা ছিল রেল লাইনের ধারে। আশে-পাশে মানুষজন নেই। যারা স্থায়ী বাসিন্দা তারাই শুধু আছে তাও চুপচাপ ঘরের ভিতরে। বাসায় ঢুকতে দেখি নিচে স্কুল ঘর খোলা। পর্দাগুলো নেই, ৪টা ফ্যান নেই। কাগজপত্র, বইখাতা জড় করে পুড়িয়ে রাখা। দুটো বেতের চেয়ার ও টেবিল পুড়ে গেছে। কোন্ দুর্বৃত্ত একাজ করে গেছে কেউই বলতে পারলো না। ঘর খোলা পেয়ে আমাদের এক শিক্ষক ঠাঁই নিয়েছে। স্কুল খোলা রাখার অর্ডার হয়েছে। খোলা রাখি সোম-শুক্রবার। ছাত্র-ছাত্রী দুই চারজন উপস্থিত থাকে। দোকানিরা বেশি সময় দোকান খোলা রাখে না। বাজারে শাক-সব্জি, মাছ, তরি-তরকারি অল্প-স্বল্প। মাছ সস্তা থাকতো কারণ কেনার মানুষ নেই। সন্ধ্যা হলে ভুতুরে অন্ধকার। তার মধ্যে গোলাগুলির শব্দ নিত্যদিনের। দিনে দাঁড় কাকের কা কা স্বর আর রাতে কুকুরের কান্না, দেশের বাতাস ভারি হয়ে আসছিল। এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি এভাবেই চললো।

আজ এত বছর পর লিখতে বসে মনে হয় কত কিছু চোখের সামনে ঘটে গেছে সবই জীবন্ত হয়ে আছে যেন। সেই সব দিনের ভয়াবহ ঘটনা কি ভুলবার! কখনোই নয়। যারা স্বচক্ষে দেখেছেন, যারা ভুক্ত-ভোগী, তাদের কাছে আজীবন জীবন্ত হয়ে থাকবে। ৭১ এর দিনগুলোর স্মৃতি কোনদিনই ভুলবার নয়॥ ❑

১ম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত এডলিন ডি' কস্তা (পঙ্কি)
জন্ম : ২২ নভেম্বর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ২৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
কস্তা বাড়ি
সোনাবাজু, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

তোমার সমাধি প্রেম,
ভালোবাসা ও আদরে ঢাকা কে
বলে আজ তুমি নেই
তুমি আছ মোদের মাঝে তাই॥

মা, দেখতে দেখতে একটি বছর হয়ে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার এই শূণ্যতা আমরা প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করি। কিন্তু তুমি আছ আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায়। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আর্শীবাদ কর এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মার চিরশান্তি দান করুণ এই প্রার্থনা করি।

তোমারই ভালোবাসার,

স্বামী: জুলিয়ান ডি' কস্তা
ছেলে ও ছেলে বউ: রনি ও নিশি ডি' কস্তা
বড় মেয়ে ও জামাতাঃ লাকি ও বিকাশ গমেজ
ছোট মেয়ে ও মেয়ে জামাতাঃ রানি ও রয়েল গমেজ
এবং নাতনী বৃন্দ।

বিপ/৬৮/২০

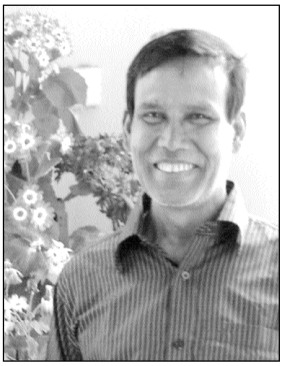

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
(স্থাপিত : ২৫-১০-৯২, রেজি: নং-৭৯৪/২০০৭)
Mobile : +৮৮ ০১৭৬ ৩৪৩ ৩১৮১, তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।

ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লিঃ/সেক্রেটারী/২০২০/৬৯ (২)　　　তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ ইং

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের নোটিশ

এতদ্বারা ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত ২৬/০১/২০২০ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ০৮/০৫/২০২০ ইং তারিখ রোজ - শুক্রবার সকাল ৮.০০ঘটিকা হইতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার,৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এ অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ১ (এক) জন সেক্রেটারী, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ৭ (সাত) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবে।

উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল। নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নির্বাচন কমিটির নিকট হইতে জানা যাইবে।

-ঃ আলোচ্য সূচী ঃ-
০১। সমিতির নির্বাচন/২০২০

(মিঃ জুয়েল প্রণয় রিবেরু)
সেক্রেটারী
ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লিঃ
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিপ/৫৩/২০

স্বর্গরাজ্যে সপ্তম বার্ষিকী

দেখতে দেখতে সাতটি বছর কেটে গেল তোমার ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, আদরের শূন্যতাকে ঘিরে। পিতৃস্নেহের শূন্যতা, ভালোবাসা আমরা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করি। তোমার আদর্শ, শিক্ষা আমাদের জীবন পথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়। সব কিছুই জীবন্ত আর সতেজ যা আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে আছে। বাবা, আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি, খুব মিস্ করি। সন্তানদের জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন পিতা মাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা, এই পৃথিবী থেকে তোমার চলে যাওয়ায় আমরা তা অনুভব করতে পারি। মা এবং আমরা এখনও তা মেনে নিতে পারিনি। আমরা সবসময় তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করি তোমার স্মৃতিময় জীবনের মধ্য দিয়ে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে আমাদের বাকী জীবনটা পার করে দিতে পারি। তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সুস্থ থেকে বিশ্বস্তভাবে আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারি যেভাবে তুমি করেছো। পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার আত্মা স্বর্গসুখে চিরশান্তিতে বাস করতে পারে।

তোমার প্রিয়জন
স্ত্রী: অর্চনা রোজারিও এবং ছেলেমেয়েরা
কল্যাণী, সিস্টার হিমানী আরএনডিএম, লাবণী, হৃদয়, মাধুরী,
সিস্টার পূর্ণিতা আরএনডিএম

বিপ/৬৭/২০

রহস্যময় ক্রুশ

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

রাত দু'টা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মিস্টার সচেতন বাবুর। শরীরটা ঘামে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। দ্রুতগতিতে চলছে শ্বাস-প্রশ্বাস। আবার সেই একই স্বপ্ন। স্বপ্নটি এতটাই কষ্ট দিচ্ছে মিস্টার সচেতন বাবুকে তা বলে শেষ করা যাবে না। সচেতন বাবু ১০ বছর পর বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ির কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদেশে থাকার সময় কষ্টে অর্জিত যে টাকা পাঠিয়েছেন তা দিয়ে পাঁচতলা নতুন বাড়ি বানিয়েছেন তার মা, বাবা ও স্ত্রী সকলে মিলে। বাড়ির সামনে সুন্দর ঘাট বাঁধানো পুকুর, ফুলের বাগান, বসার সুন্দর জায়গাও করা হয়েছে। বিদেশ থেকে এসে তিনিও সেই নতুন বাড়িতেই বসবাস করছেন। যদিও নতুন বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন তবুও কেমন যেন অস্বস্তিতে ভুগছেন সচেতন বাবু। কেননা; বিদেশ থেকে আসার পর এই নতুন বাড়িতে যতদিন ধরেই থাকছেন স্বপ্নটা ততদিন ধরেই দেখছেন তিনি। স্বপ্নের মধ্যে কে যেন তাকে বার-বার বলছেন; "আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর, আমি অনেক কষ্টে আছি।" প্রতি রাতের এই স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যাই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। এতো স্বপ্ন নিয়ে, আশা নিয়ে বাড়ি এসেছেন কিন্তু সেই স্বপ্ন, আশা, আনন্দ যেন মাটি হয়ে যাচ্ছে প্রতিরাতের এই একটি স্বপ্নের জন্য। কোনো কিছুর অভাব তো নেই বাড়িতে। কিন্তু কোথাও কোন শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। সচেতন বাবু একজন ধার্মিক মানুষ। ধর্মকর্ম নিয়মিতভাবেই করেন। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে গিয়ে যিশুর কাছে একটাই প্রার্থনা করেন; যিশু আমাকে বলে দাও আমি কি করবো, কেন এই স্বপ্ন দেখছি। সচেতন বাবু যেহেতু বিদেশ থেকে তপস্যাকালের প্রথম দিকেই বাড়ি এসেছেন এবং কয়েক মাস বাড়ি থাকবেন তাই দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন তপস্যাকালের সবগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে খ্রিস্টের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানে অংশ নিবেন। সেই জন্যে তপস্যাকালের প্রথম শুক্রবার ক্রুশের পথে এসে সচেতনভাবে, মনোযোগ দিয়ে ক্রুশের পথের প্রতিটি স্থানে অংশ নিচ্ছেন সচেতন বাবু। দ্বাদশ স্থানে এসে যিশুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, হাঁটু দিয়ে, হাতজোড় করে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাছে অর্পণ করছেন প্রতিরাতে দেখা নিজের সেই স্বপ্নকে, স্বপ্নের কষ্টকে। এমন সময় মাথাটা একটু ঝিম ধরে হঠাৎ-ই তার মনে পড়ে গেল বিগত ১০ বছর আগের কথা। প্রথমবার যখন তিনি বিদেশ থেকে বাড়ি এসেছিলেন একটি সুন্দর ক্রুশ বিদেশ থেকে এনেছিলেন। তিনি যেখানে কাজ করতেন সেখানকার মালিক তাকে বিশেষ আশীর্বাদ করা ক্রুশবিদ্ধ যিশুসহ একটি সুন্দর ক্রুশ উপহার দিয়েছিলেন। যে ক্রুশটি দেখতে দ্বাদশ স্থানে ক্রুশের উপর যিশুর প্রাণত্যাগ করা ক্রুশটির মতো হুবহু ছিল। তখনি মনে করতে চেষ্টা করলেন সেই ক্রুশটি কোথায়। নতুন যে বাড়ি করা হয়েছে সেখানে তো কোথাও সেই ক্রুশ তিনি দেখেননি। এসব ভাবতেই ক্রুশটির জন্য মনে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলেন। ১০ বছর আগে যখন ক্রুশটি এনেছিলে বাড়ির সবাই কত খুশি হয়েছিলেন সেটি দেখে। সবাই মিলে ঘরের এক পাশে সুন্দর একটি বেদীর মতো বানিয়ে সেই ক্রুশটি সেখানে রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সেখানে প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু সেই ক্রুশটি এখন কোথায়; এই একটি প্রশ্নই সচেতন বাবুর ভিতরে যেন ঝড় তুলে দিয়েছে। ক্রুশের পথের বাকী স্থানগুলোতে একটি প্রার্থনাই শুধু তিনি করেছেন। প্রার্থনাটি হলো, হে ঈশ্বর আমি যেন সেই ক্রুশটি খুঁজে পাই। ক্রুশের পথ শেষ করেই ত্বড়িৎ গতিতে বাড়ি গিয়েই নতুন ঘরের সব জায়গায় তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো বিদেশ থেকে আনা সেই ক্রুশটি। কিন্তু কোথাও পেলেন না। মনের ভিতরের দুঃখের গভীরতা যেন বেড়েই চলেছে। চোখে-মুখে বিষণ্নতা ও অস্থিরতার ভাব দেখে সচেতন বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল তোমার, কি খুঁজছো এমন করে?" সচেতন বাবু দুঃখভরা মনে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আমাদের সেই ক্রুশটি কোথায়?" দায়সারাভাবে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ক্রুশ?" স্ত্রীর কথায় হৃদয়ে ব্যথা পেলেন সচেতন বাবু। তিনি বললেন, "কেন, ১০ বছর আগে যখন বিদেশ থেকে বাড়ি এসেছিলাম তখন একটি সুন্দর ক্রুশ এনেছিলাম সেটিতো কোথাও দেখছি না, কেন যেন ক্রুশের পথে গিয়ে হঠাৎ সেটির কথা মনে পড়ল, কোথাও কি রেখেছ সেই ক্রুশটি?" স্ত্রী বললেন, "নতুন ঘর বানানোর পরে তো মানুষ দিয়ে বেছে-বেছে ভালো-ভালো, সুন্দর ও পরিষ্কার জিনিসই নতুন ঘরে এনেছি, আর বাকি অপ্রয়োজনীয়, খারাপ, পুরানো জিনিসগুলো সবই তো ঐ পুরানো গুদাম ঘরটাতেই রেখেছি। কিন্তু তোমার ঐ ক্রুশটি কি এনেছি নাকি আনিনি তা ঠিক মনে পড়ছে না"। স্ত্রীর এমন কথায় সচেতন বাবু নীরব হয়ে গেলেন। স্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই দৌড়ে পুরানো গুদাম ঘরের কাছে গিয়ে ঘরের দরজা জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন। কয়েক বছর ধরে ঘরে কেউ না আসাতে অনেক ময়লা, মাকড়সার জাল ও এক ধরনের বিশ্রী গন্ধে ঘরটা পোক-মাকড়ের অভয়াশ্রম হয়ে ওঠেছে। সচেতন বাবু পাগলের মতো হয়ে গেলেন। কিভাবে খুঁজবেন সেই ক্রুশটিকে। ঘরভর্তি জিনিস। সচেতন বাবুর স্ত্রী দূর থেকে চিৎকার করে বললেন, "আজ না হয় থাক না; সময় করে দু'জনে একদিন খুঁজে নিবোনি"। কিন্তু সচেতন বাবু শান্তি পাচ্ছেন না, যেকোন ভাবেই হোক ক্রুশটিকে খুঁজে পেতেই হবে। সচেতন বাবুর মনে হচ্ছে এই ঘরটিতে রয়েছে অতি যতনে বিদেশ থেকে আনা তার আশীর্বাদিত সেই ক্রুশটি। সচেতন বাবুর মনে পড়ে গেল, এই ক্রুশটি আনতে গিয়েই তিনি এয়ারপোর্টে নিজের পছন্দের একটি শীতের জামা ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ ক্রুশটির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিশ কেজির বেশি ওজন হয়েছিল তার লাগেজ, যখনি ক্রুশটি বাড়ি এনেছিলেন তখন থেকেই তার চাকরিও ভাল চলছিল। সেই কারণেই সেই ক্রুশের প্রতি আরও বেশি মায়া জন্মেছিল ও এখনো রয়েছে। যে গুদাম ঘরে ক্রুশটি খুঁজবেন সেই ঘরটি একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে। সচেতন বাবু বাহিরের আলো আসার জন্য ঘরের সব জানালা খুলে ঘরে একটি চার্জার লাইট জ্বালিয়ে একদিক থেকে খুঁজতে লাগলেন ক্রুশটিকে। বহু খুঁজা-খুঁজির পরেও পেলেন না তার সেই ভালবাসার ক্রুশটি। কোথাও না পেয়ে ভারাক্রান্ত মনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ময়লাযুক্ত ঘরের মেজেতে। দুঃখে, নিরাশায় চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। চোখের জল মোছার জন্য পকেট থেকে রুমাল টান দিয়ে বের করার সময় রোমালের সাথে পকেটে রাখা রোজারিমালাটাও কেমন করে যেন বেড়িয়ে ঘরটির কোণার দিকে গিয়ে পড়ল। সচেতন বাবু উঠে মালার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে মেজে থেকে রোজারিমালা তুলতে গিয়ে তার দু'টি চোখের দৃষ্টি ঘরের কোণায় রাখা কাঠের আলমারীটির নিচে কেমন করে যেন চলে গেল। আর তিনি দেখতে পেলেন একটি পলিথিনে জড়ানো কি যেন ঐখানে রয়েছে। তাড়াতাড়ি আলমারীর কাছে গেলেন। হাঁটু দিয়ে একেবারে নিচু হয়ে আলমারীর নিচ থেকে বের করলেন পলিথিনে জড়ানো সব জিনিসগুলো। অতি আগ্রহ নিয়ে ধীরে-ধীরে খোলতে লাগলেন পলিথিনের ব্যাগটি। অবাক করা বিষয় হল, যে শীতের পোশাকটি তিনি ক্রুশটি আনার জন্য এয়ারপোর্টে ফেলে দিয়েছিলেন সেই পোশাকটি দিয়ে জড়ানো কি যে রয়েছে পলিথিনের ভিতরে। তার মধ্যে একটাই প্রশ্ন; কিভাবে এই পোশাকটি এখানে এলো। তাড়াতাড়ি করে সেই পোশাকটিও খুঁজতে লাগলেন। খোলা শেষে তিনি আরো বেশি অবাক না হয়ে পারলেন না; তিনি দেখলেন সেখানেই রয়েছে তার সেই ভালবাসার ক্রুশটি এবং রয়েছে অনেকগুলো রোজারিমালাও। যে রোজারি মালা তিনি বিদেশে থাকার সময়ে একটি দোকানে দেখেছিলেন কিন্তু বেশি দাম থাকাতে কিনতে পারেননি। সচেতন বাবুর চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। বিশ্বাসে হৃদয় ভরে গেল। যা দেখেছেন ও পেয়েছেন সেগুলো বলার জন্য আনন্দ উল্লাসে ডাকতে লাগলেন বাড়ির সবাইকে। পেয়েছি, পেয়েছি বলে চিৎকার করতে লাগলেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে। বাড়ির এবং আশেপাশের সবাই দৌড়ে এলেন কি ঘটেছে তা দেখার জন্য। সচেতন বাবুর সব কথা ও ঘটনা শুনে সবাই কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। যিশুর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস তাদের সকলেরই আরও গভীর হয়ে উঠল। যিশুর এই আশ্চর্য কাজের কথা সারা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে-দলে লোক আসতে লাগলেন যা ঘটেছে তা দেখার জন্য। সচেতন বাবুর বাড়ির সকলেই তাদের ভুল বুঝতে পারলেন। রহস্যময় ক্রুশটি সযতনে রাখার জন্য তারা নতুন ঘরের সম্মুখে সুন্দর একটি ঘর বানিয়ে সেখানে রাখলেন এবং নিয়মিত ক্রুশের আরাধনা করতে লাগলেন। সেদিনের পর থেকে প্রতি রাতের দেখা সেই স্বপ্নটি আর কখনোই দেখেনি মিস্টার সচেতন বাবু। ❑

নারী অধিকার অর্জনে প্রজন্মের করণীয়

লিলি এ গমেজ

৮ মার্চ বিশ্বব্যাপি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং চলবে মাসব্যাপি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের পিছনে যেমন একটি পটভূমি রয়েছে, তেমনি আছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন, জীবনে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাদের সম্মান জানানো হলো এই দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চ নিউইর্য়কে সেলাই কারখানার বিপজ্জনক ও অমানবিক কর্মপরিবেশ, কম মজুরী এবং দৈনিক ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে নারী শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে। পরবর্তীতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করে এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দিনের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে। এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "I am Generation Equality: Realizing Women's Rights" (#Each for Equal)- যার বাংলা করা হয়েছে "প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারী অধিকার" সম্মিলিতভাবে প্রত্যেকে নারীর সমতায়ন ও অধিকারের জন্য সাহায্য করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমগ্র সমাজের একটি অংশ, তাই ব্যক্তির কার্যক্রম, আচরণ, মনোভাব সব কিছুই সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' যা এই ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৮ মার্চ এর জন্ম- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একটি সমবেত প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে; যা নারীর ক্ষমতায়ন, সমতায়ন এবং অধিকারের বিষয়ে মনোযোগ দেয়। এই দিন বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় নারী কত দূর থেকে কত দূরে এসেছে, এখনো সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে কীভাবে এডভোকেসী করতে হবে, এই ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে গিয়ে কী ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তা অতিক্রম করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে ইত্যাদি। এক শতক বৎসরেরও বেশি সময় ধরে একতা ও শক্তি অর্জনের এই প্রচেষ্টা বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং সমর্থন বেড়ে নারী আন্দোলন বেগবান হচ্ছে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে; বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ে বেশ কিছু আসনে নারীরা দক্ষতার সাথে কাজ করছেন এবং বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এবং তৈরি পোষাক শিল্পে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন পেশা নেই, যেখানে নারীর পদচারণা নেই। নভোযান থেকে শুরু করে পাতাল জাহাজে, হিমালয়ে পদার্পণ, জাতিসংঘ মিশন এমন কী যুদ্ধ জাহাজেও নারী আছে। কিন্তু এত কিছুর পরও নারীরা কী তাদের প্রাপ্য অধিকারের জায়গাটি পেয়েছে? তাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গাটি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে---বিরাট একটি প্রশ্ন। এই বিষয়ে অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে বাস্তবতা কী বলে তা একটু ফিরে দেখা দরকার।

পরিবার ও সামাজিক ক্ষেত্র

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে নারী নির্যাতিত। স্বামীর কথার বাইরে যাওয়ার অধিকার যে থাকতে পারে, এ কথা গ্রামের বা সাধারণ ঘরের নারীরা আজও ভাবতে পারেন না। মুসলিম ও হিন্দু নারীগণ যেমন সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার পায় না তেমনি বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রেও সমমর্যাদা পায় না। নারী সন্তানধারণ করে, বহন করে, লালন করে কিন্তু অভিভাবকত্ব স্বীকৃত নয়। আমাদের দেশে এখনো প্রায় ৬০ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়, তারা তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না। শ্বশুর বাড়িতে যৌতুকের জন্য নির্যাতনসহ উঠতে বসতে খোঁটা সইতে হয়। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭২.৬ ভাগ নারী তাদের জীবনে কোন না কোনভাবে শারীরিক বা মানসিকভাবে শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতিত ও অপমানিত হয়। অনেকে ধারাবাহিক অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয়। মায়েদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ছেলে-মেয়েদের মনে গভীর দাগ কাটে, তারা তা ভুলতে পারে না এবং সহিংস মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। তারাও সহিংসতা ধারণ এবং বহন করে এবং বংশানুক্রমে নির্যাতনের ধারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এই সহিংসতা পরিবারে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। নারীরা সবসময় ভয়ে থাকে কখন কী বললে আবার নির্যাতনের শিকার হবে; তাই নিজেকে গুটিয়ে নেয়, জীবনের আনন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। আমাদের দেশসমূহে এসব সহিংসতার বেশিরভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে। সময়ের সাথে-সাথে সহিংসতার ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে নারী ও শিশুরা শুধু ঘরেই নয় বরং বাইরেও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের জাতিসংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী প্রতি তিন জন নারীর মধ্যে একজন সহিংসতায় আক্রান্ত হয়। এটি হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যাপকহারে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম ঘটনা। নারী বলেই নারীর ক্ষেত্রে এই সহিংসতা ঘটে, কিংবা অসামঞ্জস্যভাবেই নারী এই সহিংসতার শিকার হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত মোট ধর্ষণ রিপোর্ট করা হয়েছে ৩,৫৮৭ জনের এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৭৮ জনকে যার দুই তৃতীয়াংশ শিশু ও কিশোরী। পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরে ১৯ হাজারেরও বেশি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। অর্থাৎ দিনে ১১টি মামলা হয়েছে। ধর্ষণ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাদের মতে এই সংখ্যা অনেক বেশি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

জাতীয় আয়, উৎপাদন, শ্রমশক্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক তত্ত্বে নারীর অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে অর্থনীতি আশ্চর্যজনকভাবে নিরব। চলতি ধারণায় মূলত পুরুষ বিবেচিত হয় শ্রমশক্তি রূপে, সে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য তার সেই শ্রমশক্তি বিক্রি করে আয় উপার্জন করে। আর জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বাকি সব কাজ অর্থাৎ গৃহস্থালি বা সাংসারিক কর্মকাণ্ডের বোঝা বহন করে নারী যা স্বীকৃতিহীন। ঘরের কাজ বা গৃহশ্রমকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। উন্নত, অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সকল দেশেই এই চিত্র এখনো দৃশ্যমান। এই হিসেব থেকে দেখা গেছে যে, পরিবারে তৈরি

হয়ে পরিবারেই ভোগ হয় এরকম জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় মোট ১৬ ট্রিলিয়ন (১৬ লক্ষ কোটি) ডলার মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১১ ট্রিলিয়ন (১১ লক্ষ কোটি) ডলার উৎপাদন করে নারীরা। অন্যভাবে বললে বিশ্বের মোট উৎপাদিত পণ্যের ১০-৩৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়, মেয়েদের গৃহকর্ম থেকে যার জন্য তারা আলাদা কোন দাম পায় না। তাই অনেক সময় স্বামীরা বলে থাকেন আমার স্ত্রী কোন কাজ করে না।

কর্মক্ষেত্র

প্রত্যেক মানুষের যেকোন জায়গায় যৌন হয়রানিমুক্ত পরিবেশে কাজ করার অধিকার আছে। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী ১৫ বছরের উর্ধ্বে প্রায় ৩৫ শতাংশ নারী কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে বা তার কমিউনিটিতে যৌন হয়রানি বা শারীরিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আছে। অনেক নারীরা তাদের চাকুরী হারানোর ভয়ে যৌন হয়রানীর কথা প্রকাশ করে না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন, তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে উৎপাদন কাজে লাগাতে পারেন না। গার্মেন্টস সেক্টরে ৬০% নারী কাজ করে (যা পূর্বে ৮০% ছিল) দেশের রপ্তানীতে বানিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাদের কম মজুরী, যৌন হয়রানি, অস্বাস্থ্যকর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তাদের জীবনকে সবসময় চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি দাঁড় করে রেখেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে অনেক পুরুষরা ভাবেন নারীরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু তাঁরা অনেক সময় চিন্তা করে না যে, চাকুরী জগতের পাশাপাশি তাদের আরেকটি সংসার জগত আছে, যেখানে সন্তানধারণ, লালন-পালন, পরিবারে রান্না-বান্না, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, পরিবারে অসুস্থ ও বৃদ্ধদের যত্ন, ছেলে-মেয়ের যত্ন ও লেখাপড়া করানো ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে থাকে। যেহেতু পুরুষদের সাংসারিক কাজ করতেই হবে; এই বিষয়ে শক্ত মতবাদ গড়ে ওঠেনি। তাই কর্মজীবী নারীদের জন্য ডাবল চাপ এবং এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই নারীদের এই বিষয়গুলো পুরুষ ভাইদের ইতিবাচক অর্থে দেখা এবং পরিপক্ক মানুষের মতো আচরণ করা উচিত।

করণীয়

* ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে এবং করেছেন তা নারী ও পুরুষরূপে (আদিপুস্তক ১:২৭পদ)। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ে সমমর্যাদা পেয়েছে-এই ধারণার বিস্তার ঘটানো এবং অনুশীলন করা;
* পরিবারে ছেলে ও মেয়েকে সমমর্যাদায় গড়ে তোলা;
* সমতা অর্থ হলো সকল মানুষের সুখী হওয়া, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিবসহ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা এবং মূল্যায়ন করা;
* নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে শুধু নারীর প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে সচেতন পুরুষদের বিশেষভাবে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা;
* সবাইকে ধর্ষণ এবং হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বন্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার দৃষ্টিভঙ্গি/মাইন্ড সেট পরিবর্তন করা;
* নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, তাই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে নতুন প্রজন্মকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
* কর্মপরিবেশকে যৌন হয়রানিমুক্ত রাখা, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা, নিরবচ্ছিন্নভাবে বিষয়গুলো মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া; এই বিষয়ে কর্মক্ষেত্রকে আস্থাপূর্ণ এবং সুরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা;
* আইন এর সঠিক বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
* নারীর প্রতি অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার জন্য সংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধ করা যাতে সহজে কেউ নারী ধর্ষণ ও সহিংসতার পথে যেতে না পারে;
* মেয়েদের নিজেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া;
* শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীতা নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে, তাই এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া;
* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নারীর শ্রমের বাজারমূল্য চিহ্নিত করা এবং জাতীয় আয়ে তুলে ধরা;
* নারী বা পুরুষ যে কারও বেলায় কোনো বৈষম্য হোক না কেন তা আওয়াজ তোলা;

কোন জাতির অর্ধেক অংশ যদি দুর্বল স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীন, অল্প বয়সে সন্তানধারণ, সম্পদ বঞ্চিত, অধিকার বঞ্চিত, মর্যাদাহীন ও পরাধীন জীবন-যাপন করে তাহলে তা জাতির জন্য সম্মানজনক নয়; বরং ব্যক্তির জন্যও বোঝা। এই বোঝা নিয়ে বেশি সংখ্যক নারী যদি অসুখি থাকে, তাহলে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ হচ্ছে বা প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এগুলোর অর্থ গৌণ হয়ে যায়। নারী দিবসের মূলসুরের বাস্তবায়ন আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ নারীর অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। এই কার্যক্রম নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতা নয়, পুরুষরাও নারীদের মিত্র। তাই নারী পুরুষ সবাই মানুষ হিসেবে সমমর্যাদা চাই, যৌন হয়রাণী ও ধর্ষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখতে চাই এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই॥ ❑

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস

৯৯, আসাদগেট, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ৯১৪৫৬৯৬, মোবাইলঃ ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

২০২০-২১ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ খ্রিস্টান ছাত্রদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাসে ভর্তির জন্য সীমিত সংখ্যর আসন খালি আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামি ০১ এপ্রিল থেকে ৩০মে, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকাল ০৮:০০ থেকে রাত ০৮:০০ পর্যন্ত ভর্তির ফরম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোস্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে বলা হচ্ছে।

দিলীপ পিউস রোজারিও
চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটি
মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস।

বিপ্র/৬৯/২০

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

হেডা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

সূত্র নং: সিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০১৯-২০২০/৮৩৬ তারিখ : ১৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	রিপোর্টার, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - রিপোর্টার হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ থাকতে হবে। ছুটির দিনেও কাজ করার মন-মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। - ফটোগ্রাফিতে দক্ষতা এবং জাতীয় মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার সাথে নেটওয়ার্ক থাকা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - দ্রুত সময়ের মধ্যে সংবাদ লিখনের দক্ষতা থাকা আবশ্যক। - কম্পিউটার (এম এস অফিস), বর্তমান ডিজিটাল যোগাযোগের নানা মাধ্যম যেমন, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।
২	ফটোগ্রাফার, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। - ফটোগ্রাফি বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - ফটোগ্রাফি বিষয়ে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - ডিজিটাল ফটো স্টোরিং-এর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম এস অফিস) ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - আধুনিক ডিজিটাল যোগাযোগের নানা মাধ্যম যেমন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
৩	ট্রেইনি অফিসার, এডমিন ও হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্নপ্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৪	ট্রেইনি অফিসার, একাউন্টস ও ফাইন্যান্স	০৩	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টস/ ফিন্যান্স বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - ভ্যাট ও ট্যাক্স আইন সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম এস অফিস) সহ একাউন্টিং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সফটওয়্যার-এ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৫	ট্রেইনি অফিসার, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন	০২	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টস/ ফিন্যান্স/ ম্যানেজমেন্টে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - ভ্যাট ও ট্যাক্স আইন সম্পর্কে ধারনা থাকা বাঞ্ছনীয়। - ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম এস অফিস) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৬	ট্রেইনি অফিসার প্রোগ্রামিং, আইসিটি	০২	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকাউ বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - কাজের প্রয়োজনে সেবাকেন্দ্রসমূহে ট্রাভেল করার মনোভাব থাকতে হবে। - HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap Development with Responsive এবং Legacy Browser Compliance সম্পর্কে খুব ভাল ধারনা থাকতে হবে। - SQL queries এবং Oracle Database সম্পর্কে ভাল ধারনা থাকতে হবে। - PHP, c#, MVC, .Net Framework সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৭	ট্রেইনি অফিসার পাগাড় সেবাকেন্দ্র	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - ভ্যাট ও ট্যাক্স আইন সম্পর্কে ধারনা থাকলে তা অগ্রাধিকার পাবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম এস অফিস) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

শর্তাবলীঃ

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
০৭। আবেদন পত্র আগামী ৩১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিপ/৭১/২০

বিশ্ব পানি দিবসে পানি-কথা

মাস্টার সুবল

স্নেহের ছোট ভাইবোনেরা, ২২ মার্চ হলো বিশ্ব পানি দিবস। এদিন পানি নিয়ে থাকে অনেক আলাপ আলোচনা, থাকে অনেক লেখালেখি। আমি সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষায় পানি সম্বন্ধে যা জেনেছি, যা বুঝেছি তা সহজভাবে তোমাদের কিছু বলি।

পানি একটা তরল পদার্থ। একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে পানির অণু গঠন করে। অর্থাৎ একভাগ অক্সিজেন ও দুইভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস একসাথে মিশে রাসায়নিক পরিবর্তনে পানি উৎপন্ন হয়। তোমরা বড় হয়ে বিজ্ঞান পাঠে পানি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে। পৃথিবী পৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি। আবার মানুষের দেহেরও শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহ হতে দৈনিক ২ কেজি পানি বের হয়ে যায়। সেজন্য একজন মানুষকে দৈনিক ২ কেজি অথবা ৪-৫ গ্লাস পানি পান করতে হয়।

বিশুদ্ধ পানির স্বাদও নেই গন্ধও নেই। বায়ুর স্বাভাবিক চাপে পানি ০০ সেন্টিগ্রেড বা ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপাঙ্কে জমে বরফ হয়। আর পানি ১০০০ সেন্টিগ্রেড বা ২১২০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বিশুদ্ধ পানির অভাব দিন-দিন বাড়ছে। কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে পানি দূষিত ও বিষাক্ত হচ্ছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে বিজ্ঞানীরা এ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হচ্ছেন। প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। ময়লা পানি ছাকিয়া তারপর অন্তত ২০ মিনিট ফুঁটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পান করতে হয়। ইনজেকশন দিতে ও ঔষধ তৈরি করতে পাতন প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়।

পাতনযন্ত্রের সাহায্যে পানিকে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করে অন্য পাত্রে ঘনীভূত পানি সংগৃহিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় সব রকম ময়লা পাতন পাত্রে থেকে যায়।

আবার মৃদু পানি ও খর পানিও আছে। যে পানিতে অল্প সাবানে সহজেই প্রচুর ফেনা হয় তাকে মৃদু পানি বলে। প্রচুর সাবান খরচ করেও যে পানিতে সহজে ফেনা হয় না তাকে খর পানি বলে। খর পানিতে খাদ্যদ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় না। মৃদু পানিতেই খাদ্যদ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় বলে রান্নার কাজে মৃদু পানি ব্যবহার করা উত্তম। ভাইবোনেরা, তোমরা কিছুতেই ময়লা পানি পান করবে না। বুঝলে? ❑

লাল-সবুজে থাকুক তাঁরা মিশে

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

হৃদয়-খাতার পাতায় পাতায় লেখা থাকুক নাম
মুক্তির জন্য লড়লো যাঁরা বুক চিতিয়ে,
লাল-সবুজে থাকুক তাঁরা মিশে
জীবন দিয়ে আনলো যাঁরা জয় ছিনিয়ে।

স্বাধীন দেশের মানচিত্রটা আঁকলো যাঁরা বুকে
দিকে দিকে বাজুক আজি শুধুই তাঁদের গান,
বিশ্ববাসী অবাক চোখে দেখে
কী সাহসে লড়লো তাঁরা, দিয়ে গেল প্রাণ।

সম্ভ্রম-হারা লাখো বোনের স্মৃতি
অকাতরে শহীদ হলো দেশ-সেরা সন্তান,
স্বাধীনতার মূল-চেতনায় এগিয়ে চলুক দেশ
দিকে-দিকে বাজুক আজি স্বাধীনতার গান।

স্বাধীনতা অনেক দামী, অনেক দামে কেনা
রক্ত দিয়ে লেখা হলো স্বাধীন দেশের নাম,
স্বাধীনতা আনলো যাঁরা জয় করে সব ভয়
সত্যিকারের বীর তো তাঁরাই, তাঁদেরকে প্রণাম।

সাবধান! করোনা!

ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি

সারা বিশ্বে দিয়েছে হানা মরণব্যধি করোনা
ভুলেও কিন্তু কেউ একটুও অবহেলা করোনা।
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে নেই কারো করোনার ভয়
শুধুমাত্র অবহেলাতেই,
তার আক্রমণ বেশি হয়।
সর্দি, হাঁচি-কাশি, দুর্বলতা,
গলা-মাথা-পেটব্যথা
বমি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট,
করোনার সম্ভাবনার সব কথা।
আতঙ্ক নয়, সচেতনতায়,
জরুরী নম্বরে দাও কল
পরীক্ষা শেষে জানবে তুমি,
কি হলো এসবের ফল।

সভা-সমাবেশ, ধরা ছোঁয়া,
এড়িয়ে চলতে হয়
হাঁচি কাশি রুমাল দিয়ে,
সবখানে একদম থুথু নয়।
ঘন-ঘন হাত-মুখ, চোখ-কান,
সাবানে ধুয়ে নাও
বেড়াতে আসা করোনা ভাইরাস,
বিদায় জানাও।
সম্ভব হলে ঘরের বাইরে,
চোখ-মুখ ঢেকে রেখো
ময়লা কাপড় অতি দ্রুত,
গরম পানিতে ধুতে শেখো।
যদি জানো কেউ আক্রান্ত,
নিরাপদ দূরে থেকো
যেভাবেই হোক, আপন-পর,
সবাইকে মুক্ত রেখো।

স্কুল তোমার ছুটি বলে,
বায়না ধরো না, যাবে বেড়াতে
ঘরেব কাজ সেড়ে নাও,
ঝুঁকি পারবে এড়াতে।
লম্বা ছুটি, হয়ে যাবে ত্রুটি,
যদি না কর নিজের রুটিন
জমে গেলে কাজ, মেক-আপ করা,
হবে বড়-ই কঠিন।
শখের কাজ, আঁকা-লেখা,
পারলে এখনই নাও সেড়ে
মোবাইল গেমস্, ইন্টারনেট,
পারলে আজই দাও ছেড়ে
নিরাপদ আর সুস্থ থাকা,
আজকে সবার মনের কামনা
করোনা থেকে মুক্তির জন্য,
এসো করি প্রার্থনা।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

করোনাভাইরাসের কারণে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই ভাতিকানে পূণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে

পোপীয় গৃহস্থালী দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রিফেকচার তাদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জরুরী অবস্থায়, পুণ্য সপ্তাহের উপাসনার সকল কার্যক্রম বিশ্বাসীদের শারীরিক উপস্থিতিবিহীন হবে। উক্ত প্রিফেকচার আরো জানায় আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত ভাতিকানে পোপ মহোদয়ের পরিচালনায় সাধারণ সমাবেশ ও দূত সংবাদ প্রার্থনাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

গত ১৪ মার্চ শনিবার ভাতিকানের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানায়, করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পোপ মহোদয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সান্তা মার্থাতে সকাল ৭টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ হবে এবং যা পরবর্তী এক সপ্তাহ সম্প্রচারিত হবে। করোনাভাইরাসের সংক্রামন রোধ করতে জনসমাগমের ধর্মীয় উপাসনাগুলো আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। তবে ১৫ মার্চ রবিবার ভাতিকান প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেয় ব্রুনি জানান, পুণ্য সপ্তাহের উপাসনা অনুষ্ঠানগুলো হবে তা নিশ্চিত। তবে কে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে তা এখনো পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তা জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। তবে পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে তা নিশ্চিত।

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা

গত ১১ মার্চ বুধবার পোপ ফ্রান্সিস একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেন যেখানে তিনি করোনাভাইরাস থেকে রোম ও বিশ্বকে সুরক্ষার জন্য কুমারী মারীয়ার সহায়তা চেয়ে প্রার্থনা করেছেন। মা মারীয়া যেমনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে পুত্রের কষ্ট অনুভব করেছিলেন ঠিক তেমনি তিনি বর্তমানে আমাদের কষ্ট দেখছেন। পোপ দ্বাদশ পিউস ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে রোমের অদূরে অবস্থিত ঐশ ভালবাসার উপাসনাস্থানে মা মারীয়ার পবিত্র মূর্তির সামনে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে ইতালিকে মুক্ত রাখতে প্রার্থনা করেছিলেন। ৭৫ বছর পর, পোপ ফ্রান্সিস করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের সংকট উত্তরণের জন্য মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করছেন।

হে মারীয়া, আমাদের যাত্রায় তুমি আশা ও পরিত্রাণের চিহ্ন হিসেবে অনবরত দ্যুতি ছড়াও
রোগিদের স্বাস্থ্য মারীয়া, আমারা তোমার উপর আমাদের আস্থা রাখি
বিশ্বাসে অবিচল থেকে, ক্রুশের তলায় তুমি যিশুর বেদনার সহভাগি হয়েছিলে
তুমি, রোমের নাগরিকদের মুক্তি, তুমি জানো আমাদের কি প্রয়োজন
আমরা নিশ্চিত যে, তুমি আমাদের প্রয়োজন মিটাবে, কেননা গালিলির কানানগরে তা তুমি করেছিলে,
বর্তমানের সময়ের কঠিন পরীক্ষার পর, আনন্দ ও উৎসব ফিরে আসুক।
ঐশ ভালবাসার মাতা, আমাদের সাহায্য করো
পিতার ইচ্ছায় নিজেকে মানিয়ে নিতে ও যিশু আমাদের যা বলেছেন তা করতে।
যিশু, যিনি নিজের উপর আমাদের কষ্টগুলো তুলে নিয়েছেন এবং দুঃখভোগ করেছেন
তিনি তাঁর ক্রুশের মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর পুনরুত্থানের আনন্দে নিয়ে যাবেন।
হে পুণ্যময়ী ঈশ্বর জননী, তোমার আশ্রয়ে আমরা সুরক্ষা চাই
হে মহিমান্বিত ও ধন্যা কুমারী, আমাদেরকে প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ও সকল পরীক্ষা হতে রক্ষা করতে আমাদের অনুরোধ তুমি অবজ্ঞা করো না।

তথ্যসূত্র: news.va

স্বাস্থ্যকথা

করোনাভাইরাসের উপসর্গ এবং তা প্রতিরোধে করণীয়সমূহ

প্রতিবেশী ডেস্ক : গত কয়েক সপ্তাহে 'করোনা' বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নিয়েছে। চীনের পর এ ভাইরাসে বেশি আক্রান্ত ইউরোপের দেশগুলোতে। দিনের পর দিন বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। ১৭ মার্চ রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৬৩টি দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। এই সময়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৩৭ জন। মারা গিয়েছে ৭ হাজার ৫০০ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। কারণ, আমাদের মতো অনেক দেশ আছে, যেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে আসলেই কতজন আক্রান্ত তা জানা প্রায় অসম্ভব।

এই রোগের উপসর্গগুলো হল : জ্বর, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাই মূলত প্রধান লক্ষণ। আর এটি ফুসফুসে আক্রমণ করে। সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয়, উপসর্গ দেখা দেয়, পরে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচদিন সময় নেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কিছু-কিছু গবেষকের মতে এর স্থায়িত্ব ২৪দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে যখন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেবে তখন বেশি মানুষকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে তাদের। তবে এমন ধারণাও করা হচ্ছে যে নিজেরা অসুস্থ না থাকার সময়ও সুস্থ মানুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে মানুষ।

ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়: ১. আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে দুই হাত দূরে থাকতে হবে। ২. বারবার প্রয়োজনমতো সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা, বিশেষ করে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে কিংবা সংক্রমণস্থলে ভ্রমণ করলে। ৩. জীবিত অথবা মৃত গৃহপালিত/বন্যপ্রাণী থেকে দূরে থাকা। ৪. ভ্রমণকারীগণ আক্রান্ত হলে কাশি শিষ্টাচার অনুশীলন করতে হবে (আক্রান্ত ব্যক্তি হতে দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা, হাত ধোয়া, যেখানে-সেখানে কফ, কাশি না ফেলা)। এই সময় আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। নিজেকে সুস্থ রাখুন আর অন্যকে সুস্থ রাখতে এই বিষয়গুলো মেনে চলুন। ব্যক্তিগত সচেতনতাই পারে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে। *সূত্র: বিবিসি*

ঢাকায় আইএমসিএস ও বিসিএসএম'র নেতৃত্ব বিষয়ক কর্মশালা

নিশান খ্রীষ্টফার রেমা ▮ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট অব কাথলিক স্টুডেন্টস-এশিয়া প্যাসিফিক (আইএমসিএস-এপি) ও বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর যৌথ আয়োজনে ২১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাতীয় রূপান্তরকারী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে বিসিএসএম ও সমমনা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০জন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণটি ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট অব কাথলিক স্টুডেন্টস-এশিয়া প্যাসিপিক এর Global Initiative for Students Empowerment Action and Solidarity (GISEAS) প্রকল্পের একটি প্রশিক্ষণ যা সংহতি, দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব নিরসন, অ্যাডভোকেসি, সামাজিক ও রাজনৈতিক নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ের ওপর কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের রূপান্তর। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাগরিকত্ব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণের মূলভাব নেয়া হয়েছে "নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে: রূপান্তরিত নাগরিক, যুবসমাজের শিক্ষা, অংশগ্রহণ ও কর্মপরিকল্পনা"।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যা চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি শুরু হয়। অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেইস স্টাডি, বিচার বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দলীয় উপস্থাপনা, খেলা, নাটিকা উপস্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণটি নাগরিক ,নাগরিকত্ব, নাগরিকত্বের ইতিহাস-বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার মাত্রা-সুশাসন , সুশাসনের দৃষ্টিকোণ ও বাহক, আইন ও ন্যায্যতা, সচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যে সুশাসন, নীতি বিশ্লেষণের পদ্ধতি, জোট গঠনের উপায়, অ্যাডভোকোসির ধাপ ও পরিকল্পনাসমূহ এর ওপর বিশদভাবে আলোচনা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ছিলেন আইএমসিএস এর রিজিওনাল চ্যাপলেইন জন শান্থ কুমার যোসেফ এবং আইএমসিএস-এর এশিয়া প্যাসিফিক সমন্বয়কারী উইলিয়াম নকরেক।

সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিসিএসএম ও সমমনা অন্যান্য অঙ্গসংগঠন এর ৫০ জন অংশগ্রহকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি শেষ হয়॥

মথুরাপুর সংবাদ

ফাদার উত্তম রোজারিও

বিশ্ব রোগী দিবস

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মথুরাপুর মিশনে বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি শুরু হয় সকাল ১০ টায় জপমালা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা। এতে মোট ৪০ জন অসুস্থ ও বয়স্ক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগেরর পর তারা পরস্পরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেওয়ার সুযোগ পান। তারা সকলেই পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এছাড়া, তাদের জন্য হালকা জলযোগের ব্যবস্থাও করা হয়।

কাতুলীতে সাধু আন্তনীর তীর্থ ও পর্বোৎসব

প্রতি বারের ন্যায় এবারও মথুরাপুর মিশনের কাতুলী গ্রামে নয় দিনের বিশেষ নভেনা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ ও পর্বোৎসব উদ্‌যাপন করা

হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে। সকাল ৮ টা থেকে সাধু আন্তনীর ভক্তগণ গির্জা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা পূরণে প্রার্থনা করতে থাকে। সকাল ১০টায় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও পর্বীয় মহা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যকারী বিশপ জের্ভাস রোজারিও সাধু আন্তনীর মূর্তিতে মাল্যদান ও ধূপারতি দিয়ে ভক্তি প্রকাশ করেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে সাধু আন্তনীর নানা আশ্চর্য কাজের কথা উল্লেখ করে বিশপ মহোদয় বলেন, "সাধু আন্তনী খ্রিস্টভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একজন সাধু। তাঁর মধ্যস্থতায় ঐশ অনুগ্রহ পেয়ে তাঁকে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে কাতুলীতে আমরা তাঁর পর্বোৎসবে সমবেত হয়েছি। আসুন, আমরা সাধু আন্তনীর ন্যায় পবিত্র ও ধার্মিক হয়ে ঈশ্বরের প্রিয়জন হয়ে উঠি।"

১৫ জন যাজক এবং ৪৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত সাধু আন্তনীর মধ্যস্থায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মানত ও অন্যান্য উপহার দিতে এই তীর্থোৎসবে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পর সাধু আন্তনীর ভক্তদের মাঝে আশীর্বাদিত বিস্কুট ও সাধুর পুণ্য প্রতিচ্ছবি বিতরণ করা হয় এবং পর্বীয় স্মরণিকা "অনুগ্রহ" প্রকাশ করা হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বিশেষ ধ্যানসভা

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ▮ গত ৩-৫ মার্চ, মঙ্গল-বৃহস্পতিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত জাফলং সাধু প্যাট্রিকের গির্জায় সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বিশেষ সহভাগিতা ও ধ্যানসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় ৪জন যাজক অংশগ্রহণ করেন। ৩ মার্চ, সন্ধ্যা ৬ টায় এই নির্জন শুরু হয় সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। রাতের খাবারের পর থাকে নিজেদের উন্মুক্ত সহভাগিতা। সবাই এতে অংশগ্রহণ করেন। ৫ মার্চ, বুধবার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিন শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার যোসেফ তপ্ন। তিনি তার জীবন আলোকে সহভাগিতা করেন। এরপর থাকে যাজকীয় জীবন সহভাগিতা। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া তাঁর যাজকীয় জীবন সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর যাজকীয় জীবন ঈশ্বরের এক বিশেষ অনুগ্রহ মনে করেন। তিনি কিভাবে তার যাজকীয় জীবনে কাজ করেছেন এবং এখনও জেলখানায় বন্ধী, আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ, প্রতিবন্ধীদের যত্ন, বাগানে দরিদ্র মানুষের মাঝে সেবা দিচ্ছেন সে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা তার যাজকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, যাজকীয় জীবন হল আনন্দের। এই আনন্দ নিজেকে খুঁজে নিতে হয়। প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তিতা এবং পালকীয় কাজের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে সেবা দিচ্ছেন। শুধু কথা দিয়ে নয় জীবন দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে খ্রিস্টের পরিচয় দিতে চেষ্টা করছেন। যার মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে এবং একে অন্যকে অনেক অনুপ্রেরণা দান করেছে। বিকেলে যাজকগণ একসাথে খাসিয়া পরিবার পরিদর্শন, পরিবারে প্রার্থনা এবং রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। ৫ তারিখ সকালে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ ধ্যানসভা সমাপ্ত হয়॥

ঢাকা ক্রেডিটের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

সুমন কোড়াইয়া ▮ ঢাকা ক্রেডিট আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে। ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর ও নারী-বিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক পাপিয়া রিবেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রটেকশন ও প্রটোকল) রখফার সুলতানা খানম, পিপিএম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, দি সেন্ট্রোল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ। বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রটেকশন ও প্রটোকল) রখফার সুলতানা খানম, পিপিএম ঢাকা ক্রেডিটকে নারী দিবস উদ্‌যাপন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নারী দিবসের শিক্ষা হলো নারী-পুরুষ উভয়কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। নারীদের সম্মান করতে স্বামীকে, ভাইকে ও ছেলেকে উৎসাহিত করতে হবে।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা উপস্থিত সকল নারীকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নারীরা উচ্চ শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে নারীরা ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি নির্বাচিত হবে এবং নেতৃত্ব দিবেন।

ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ঢাকা ক্রেডিটের নারী সদস্যদের প্রশংসা করে বলেন যে, তারা ঋণ নিয়ে খেলাপি হন না।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন নারী দিবসে যেসব নারী অধিকারের জন্য কাজ করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুস সম্মাননাপ্রাপ্ত নারীদের গুণের প্রশংসা করেন।

নারী দিবস উদ্‌যাপনের সময় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নয়জন গুণী নারীকে সম্মানা জানানো হয়। তাঁরা হলেন:

উন্নয়নকর্মী এঞ্জেলা গমেজ, মুক্তিযোদ্ধা ও নারীউন্নয়ন কর্মী ডাক্তার নেলী সাহা, অধ্যাপক ড. মেবেল ডি'রোজারিও, সংগঠন ও সমাজ উন্নয়নকর্মী মার্সিয়া মিলি গমেজ, উন্নয়নকর্মী বার্থা গীতি বাড়ৈ, জনপ্রতিনিধি শর্মিলা রুথ রোজারিও, শিক্ষাবিদ সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ, সমবায় নেত্রী মেরীলিন গমেজ ও ব্যবসায়ী সবিতা পালমা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিগণ তাদের নিকট সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাউজিং সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান রতন হিউবার্ট পিউরীফিকেশন ও সেক্রেটারি ইম্মানুয়েল বাপ্পী মন্ডলসহ প্রায় ১৫০০ জন নারী-পুরুষ॥

সিলেটে কারিতাসের প্রতিবন্ধী কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▮ গত ২৬ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে "বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজকল্যাণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার সক্ষমতা" এসডিডিবি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৩নং শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন, ৭নং রাজঘাট ইউনিয়ন এবং কুলাউড়া উপজেলার ১৩নং কর্মধা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী নারী ফোরামের প্রতিবন্ধী কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে তিন ইউনিয়নের মোট ২৬ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক যোয়াকিম গমেজ এবং প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন কারিতাস সিলেট

অঞ্চলের সক্ষমতা প্রকল্পের কর্মসূচি কর্মকর্তা বনিফাস খংলা। প্রতিবন্ধীতা কি? হওয়ার

কারণ, প্রতিরোধের উপায়সমূহ, প্রবীণ ব্যক্তি কে বা কারা, পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিদের যত্ন ও ভালবাসা, মাদকাসক্ত কে বা কারা, মাদকের ভয়াবহতা, মাদকের ছোবলে আমাদের যুব সমাজ, মাদকের অপব্যবহার ও ক্ষতিকর দিকসমূহ, মাদকমুক্ত পরিবার এবং সমাজ গঠনে আমাদের করণীয়। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহ বিষয়ে আলোচনা করেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের এসডিডিবি প্রকল্পের জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা লুটমন এডমন্ড পড়ুনা। দ্বিতীয়দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও তার প্রয়োজনীয়তা। প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য। কৈশোরকালীন পরিবর্তনসমূহ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা। মানব প্রজননতন্ত্রের পরিচিতি ও কাজ। তৃতীয়দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে যৌন বিষয়ক ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও জীবন দক্ষতা। উত্যক্ত করা ও যৌন নিপীড়ন বা নির্যাতন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সহায়ক ছিলেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আরসিএইচডিপি প্রকল্পের সহকারী মাঠ কর্মকর্তা ডামিনট সুছেন এবং মিসেস. খ্রিস্টিনা নকরেক। পরিকল্পনা গ্রহণ ও মুল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে॥

রুহিয়া ধর্মপল্লীতে নারী দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ ▌ গত ৭ মার্চ দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত রুহিয়া

ধর্মপল্লীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ নারী দিবসে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ৩২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। আর মূলসুর ছিল "মণ্ডলীতে নারীর মর্যাদা"। এ মূলসুরের উপরে বক্তব্য দেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু। তিনি বলেন, পরিবারে নারীদের বা মায়েদের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। মা একটা পরিবারকে সুখে আনন্দে ও দুঃখেরও সময় আগলে রাখেন। মায়েদেরকে দেবীর সম তুলনা করেন। তিনি বলেন, মা মারীয়া মাতা মণ্ডলীতে নম্রতা, সেবা ও সম্মানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মা মারীয়া নারীদের মধ্যে ধন্যা এবং প্রসাদে পরিপূর্ণা। তিনি সকল নারীকে মা মারীয়ার গুণাবলী ও দৃষ্টান্ত অনুকরণ করতে আহ্বান করেন। এর পরে সকল নারীদের জন্যে পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে বিশপের নেতৃত্বে নারীগণ দলে দলে মা মারীয়ার সামনে এসে নতজানু হয়ে তাদের প্রার্থনা ও মানত রাখেন। মায়েদের মঙ্গলকামনা করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়।

খ্রিস্টযাগ শেষে নারীগণ বিশপ মহোদয়কে একটি গান ও ফুলের তোড়ার মাধ্যমে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরে পাল পুরোহিত ফাদার আন্তনী সেন নারী দিবসে অংশগ্রহণকারী নারীদের এবং বিশপ মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

ঘোষণা

বেথানী দিবস, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ

প্রতি বছরের মত এবারও পুনরুত্থিত যিশুতে দিন যাপন করতে ১৭ এপ্রিল, – পুনরুত্থান অষ্টাহ, রোজ শুক্রবার আমরা উদ্‌যাপন করব বেথানী দিবস। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস এর আবেদন প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিশ্বের মানুষ যারা নানা আসক্তিতে ডুবে আছে এবং অসুস্থ হয়ে আছে তাদের জীবনে যেন পরম আত্মার সাহচর্য বিরাজ করে সেই প্রার্থনায়, এবারে বেথানী দিবসের মূলভাব নেওয়া হল সেই সত্যময় আত্মা যিনি, তিনি তো সর্বদা তোমাদের পাশেই আছেন, পরে অন্তরেও থাকবেন " (*যোহন ১৪: ১৭খ*)।

সকলের জন্য ঐশ করুণাময় পুনরুত্থিত যিশুর মুক্তিদায়ী আশীর্বাদ কামনায় এই দিনের ধ্যান প্রার্থনায় আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল জাতীয় সেবাদল
বাংলাদেশ
স্থানঃ বেথানী আশ্রম
প্রযত্নে, গ্রীন হেরাল্ড ইন্ট. স্কুল (মোহাম্মদপুর পোস্ট অফিস - এর বিপরীত গেইট) ২৪, আসাদ এভিনিউ, ঢাকা ১২০৭

মূলভাবঃ''সেই সত্যময় অন্তর যিনি, তিনি তো সর্বদা তোমাদের পাশেই আছেন, পরে অন্তরেও থাকবেন "(*যোহন ১৪: ১৭খ*)।

দিনের কার্যসূচী

০৯.০০ – ০৯.৪৫	চা পর্ব
০৯.৪৫ – ১০.১৫	প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রার্থনা
১০.১৫ – ১১.০০	ধর্মোপদেশঃ সেই সত্যময় অন্তর যিনি, তিনি তো সর্বদা তোমাদের পাশেই আছেন, পরে অন্তরেও থাকবেন " (*যোহন ১৪: ১৭খ*)। (ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ)
১১.০০ – ১২.১৫	নীরব ধ্যান, বিশ্বাসের সহভাগিতা (সাক্ষ্যবাণী)
১২.৩০ – ০১.৩০	খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্যকারী : ফাদার. স্ট্যানলি কস্তা)
০১.৩০ – ০২.১৫	মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি
০২.১৫ – ০৩.৩০	আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান (ফাদার. আবেল রোজারি
০৩.৩০ –	সমাপণ বাণী
০৩.৪৫ –	চা পর্ব এবং বিদায়

দ্রষ্টব্যঃ ঐ দিনের দুপুরের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজ দায়িত্বে করতে হবে। তবে, চা ও জলযোগের ব্যবস্থা আশ্রম করবে।

বিপ/৭০/২০

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যাকোব পেরেরা
জন্ম : ৪ অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
পুরান তুইতাল, তুইতাল ধর্মপল্লী

"জন্ম মৃত্যু দুটোই প্রবেশদ্বার
একটি এই পার্থিব জীবনের
আর দ্বিতীয়টি অনন্ত জীবনের
হে প্রভু এ দু'য়ের মাঝখানে
যে তীর্থযাত্রা তাতে তুমি সহায় থেকো আমার।"

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সেলিন পেরেরা
জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
পুরান তুইতাল, তুইতাল ধর্মপল্লী

দেখতে দেখতে চলে এলো ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। আর সঙ্গে করে ফিরে এলো বেদনাময় ও স্মৃতিময় সেই দিন যেদিন তোমরা আমাদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছো না ফেরার দেশে। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা তোমাদের স্মরণ করি। তোমরা ছিলে, আছো আর থাকবে আমাদের মনে, স্মৃতিতে, ছায়াতে, ভালবাসাতে, কখনো পথ প্রদর্শক হিসেবে কখনও বা জীবনের কঠিনতর সময়ে উৎসাহ প্রদানে।
স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের আদর্শে ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা আমরা এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে পারি।
ঈশ্বর তোমাদের চিরশান্তি দান করুন।

- শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৬৫/২০

পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

সম্মানিত পাঠক ও লেখকবৃন্দ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন **৩০ মার্চ -এর মধ্যে**। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবে না। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonnymj ফন্ট এবং Windows 97-এ কনভার্ট করে ই-মেইল এর বিষয় অবশ্যই 'পুনরুত্থান/Easter Writing's লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
wklypratibeshi@gmail.com
অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) (বুকড)	=	২৫,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) (বুকড)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন –
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : (০১৭৯৮-৫১৩০৪২ - বিকাশ)

THE WEEKLY PRATIBESHI ✳ Issue - 11 ✳ 22 - 28 March , 2020 ❐ ৮ - ১৪ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ❐ Regd. No. DA-33

BOOK POST

তোমার চলে যাবার একটি বছর

বছর পেরিয়ে আবার ফিরে এলো ২৩ মার্চ। বুকের গভীরে এক ভীষণ কষ্ট, ভীষণ ব্যথা যা বোঝানোর উপায় নাই।

ভাবতেই ব্যথায় ব্যথায়
মন ভরে যায়,
যেই ভাবি আর কোনখানে
তুমি নেই, তুমি নেই।

তুমি একেবারেই জড়িয়ে ছিলে আমাদের সাথে। তোমাকে খুঁজতে হতো না, তুমি সব সময় ঘরেই থাকতে। ১৯টি বছর তুমি অসুস্থ ছিলে। অথচ তুমি আমাদের এত আদরের ছিলে যে তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করতো। তুমি বড় ভাল মানুষ ছিলে। সবার জন্য তোমার কত চিন্তা, কত ভালবাসা। তুমি আছ আমাদের হৃদয়ের মন্দিরে। একটা মুহূর্ত তোমাকে ভোলা যায় না – তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকাটা যেন অসহ্য হাহাকারে ভরা। তুমি ঈশ্বরের আশীষধন্য একটা মানুষ। নইলে এত বছর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এতো সেবা, এতো যত্ন, এত ভালবাসা কেউ পায় না। যা তুমি পেয়েছ। বড় বড় ডাক্তার, হাসপাতাল যা তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় স্বস্তি দিয়েছে।

প্রচণ্ড ব্যস্ততায় ভরা ছিল তোমার জীবন। সংঘ সমিতি, চাকুরী, কে বিপদে পরলো তাকে সাহায্য করা, অসুস্থ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা, সমাজের কাজ, বিশপ, ফাদার, সিস্টার কাকে তুমি সহযোগিতা করনি? বাবা, মা, ভাই বোন এবং পরিবারের জন্য তোমার ছিল অপরিসীম ভালবাসা, ব্যাকুলতা ও দায়িত্ববোধ। আজ তুমি কোথায় চলে গেলে - সেই না ফেরার দেশে? তোমাকে আমরা স্পর্শ করতে, আদর করতে পারি না। তোমাকে ছাড়া ঘরটা শূন্যতায় ভরে আছে।

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৫ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে তোমার জন্য একটাই চাওয়া – তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। তোমাকে চিরশান্তি দান করেন।

তুমি আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো। তোমার ভাই-বোন, তোমার ভালবাসার পরিবার, তোমার আপনজন সবাই যেন আমরা এক পরিবার হয়ে সুখে বাঁচতে পারি।

তোমার শোকার্ত পরিবার

ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আপনজন
ও
স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও

বিজ্ঞ/৬৩/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org